

# মূল ভাষামূলের উপক্রমণিকা

পালি ও প্রাকৃতের  
ভাষাতাত্ত্বিক বিশিষ্ট

কাজী রফিকুল হক

মূল ভাষাসমূহের উপক্রমণিকা মধ্যভারতীয়  
আর্য ভাষা স্তরের দুটি ভাষা পালি ও  
প্রাকৃতির বিশেষ পরিচয়মূলক গ্রন্থ।

পালি সাহিত্যে জাতকের গুরুত্ব ও মূল্য  
অনেক। এটি পালিভাষার ক্রমবিকাশ জানতে  
বিশেষ সহায়ক। এই জাতককে কেন্দ্র করে  
এক কালে উত্তর ভারতে ও শ্রীলঙ্কায় পালি  
ভাষার চর্চা ও গবেষণা হয়েছিল। জাতক বেশ  
প্রাচীন রচনা। আনুমানিক ৩৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে  
জাতকগুলো রচিত বলে ধারণা করা হয়।  
এগুলোর বিশেষত্ব ধর্মকথা শোনানো নয়, বরং  
গল্প বলাটাই প্রধান। অনেকটা  
আরব্যোপন্যাস জাতীয়।

বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস জানতে হলে  
পালি-প্রাকৃত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা  
আবশ্যিক। কারণ বাংলা ভাষার উৎপত্তি  
প্রাকৃত ভাষা থেকেই। পালিকে আদিম বা  
প্রাচীন প্রাকৃতও বলা হয়। ড. মুহম্মদ  
শহীদুল্লাহর মতে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে। ড.  
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অন্য অনেকে  
অবশ্য বলেছেন, মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা  
ভাষার জন্ম। গ্রন্থটিতে একটি পীঠিকার  
সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত ব্যাকরণগত কিছু তথ্যও এ বইটিতে  
সমিবেশিত হয়েছে যা বাংলা সম্মান পর্যায়ে  
পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। পালি ভাষার একটি  
জাতক এবং সংস্কৃত ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’  
নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের শৌরসেনী মিশ্র মাগধী  
প্রাকৃতে অনুবাদ—এই দুটি টেক্সট সম্পর্কে  
বাংলা সম্মান পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের  
উদ্দেশ্যেই বিস্তারিত ভাষাতাত্ত্বিক তথ্য ও  
অনুবাদ সমিবেশিত হয়েছে এ বইটিতে।

কাজী রফিকুল হক ১৯৩৭ সালের ২৮ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৬০ সালে অনার্সসহ এম.এ. পাশ করেন। প্রায় ৩৫ বছর দেশের বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপনা এবং শেষে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এখন অবসরজীবন যাপন করছেন। ভাষা সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রবল বলেই তিনি ভাষা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনায় আগ্রহী। এছাড়া তিনি চিন্তামূলক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধও লেখেন। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রায় ত্রিশটির অধিক প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা যা গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায়। তাঁর বেশ কিছু রসরচনা ও রম্যরচনা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গীতিকার হিসেবেও তাঁর বেশ পরিচিতি রয়েছে। 'বাংলা একাডেমী পত্রিকায়' তাঁর গবেষণামূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হলো ভাষা সন্দর্শন : ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব। এছাড়া বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-হিন্দি (উর্দু) শব্দাবলীর অভিধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকায়' মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর স্বরচিত দুটি কবিতা সংকলনের বই হচ্ছে শব্দের রাম্মা এবং তোমাকে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত Shorts Encyclopaedia of Islam (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ) গ্রন্থের ১৪টি নির্বাচিত প্রবন্ধের তিনি একজন অনুবাদক।



## কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by BipulaNanda Bhikkhu

# মূল ভাষাসমূহের উপক্রমণিকা পালি ও প্রাকৃতের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

কাজী রফিকুল হক  
অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ্ত)  
সরকারি বি. এল. কলেজ  
দৌলতপুর খুলনা



বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ  
চৈত্র ১৪০৮/এপ্রিল ২০০২

বাএ ৪২৩৩

[ অর্থবর্ষ ২০০১-২০০২ মাসাআবা উপবিভাগ ]

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান  
মানবিকী বিদ্যা, সামাজিকবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক  
সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া  
পরিচালক  
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক  
মোঃ হামিদুর রহমান  
ব্যবস্থাপক  
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ  
আনওয়ার ফারুক

মূল্য  
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

---

MUL BHASHASAMUHER UPAKRAMANIKI PALI O PRAKRITER  
BHASHATATVIK BAISHISHTYA [ An Introduction to Original Languages  
Linguistic Characteristics of Pali and Prakrit ] by Kazi Rafiqul Huq. Published by  
Subrata Bikash Barua, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka.  
First Published : April 2002. Price Tk. 50.00 only.

ISBN 984-07-4242-6

উৎসর্গ

বাংলা ভাষার অমর শহীদদের উদ্দেশে  
এবং  
যারা ভাষাপ্রেমী তাঁদের  
করকমলে

## লেখকের কথা

দেশের বিভিন্ন কলেজে বাংলাতে যারা সম্মান শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে, তাদের পাঠ্যসূচিতে পালি-প্রাকৃত বিষয়ে দুটি টেকস্ট পাঠ্য। পালিতে একটি জাতক এবং মাগধী প্রাকৃতে একটি নাটক। তাছাড়া, পালি ও প্রাকৃত ভাষা দুটির কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়।

কলেজে পাঠদানকালে আমি অনেক পরিশ্রম করে পালি ও প্রাকৃতির টেকস্ট দুটি সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের পড়িয়েছিলাম। বর্তমান গ্রন্থটি তারই ফলশ্রুতি।

তাছাড়া বাজারে এই বিষয়ে কোনো বই পাওয়া যায় না। পাঠ্যসূচিতে যে-বইটির কথা লেখা আছে, সেটি বাজারে পাওয়া যায় না। সে কারণেই আমি বর্তমান গ্রন্থটি লিখতে উদ্যোগী হই।

প্রাচীন দুটি ভাষায় লেখা এই টেকস্ট আমি সহজ চলিত ভাষারীতিতে অনুবাদ করেছি। উদ্দেশ্য, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে।

এই গ্রন্থটি প্রণয়নে আমি ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়ার ‘মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা সংকলন’ এবং অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত ‘প্রাকৃত প্রবেশিকা’ বই দুটির সহায়তা গ্রহণ করেছি। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের কাছে আমি সক্তজ্ঞচিন্তে ঋণ স্বীকার করছি।

গ্রন্থটি শিক্ষার্থীদের উপকারে এলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বাংলা একাডেমী গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়াতে আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ।



## সূচিপত্র

### প্রথম অধ্যায়

১

প্রথম পরিচ্ছেদ—পালি ভাষার উৎপত্তি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পালি ও প্রাকৃত ভাষার ইতিহাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—পালি পাঠের আবশ্যিকতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—পালি ও সংস্কৃতের মধ্যে সম্পর্ক : তুলনামূলক

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—পালি ও প্রাকৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—পালি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক

সপ্তম পরিচ্ছেদ—মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত : পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

অষ্টম পরিচ্ছেদ—শৌরসেনী প্রাকৃত : পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

নবম পরিচ্ছেদ—মাগধী প্রাকৃত : পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

### দ্বিতীয় অধ্যায়

২১

প্রথম পরিচ্ছেদ—শব্দরূপ

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

সর্বনাম শব্দ : উত্তম পুরুষ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ধাতুরূপ

√ ভূ : লট্ ও লোট্-এর রূপ

√ গম্ : লট্ ও লোট্-এর রূপ

√ কৃ : লট্-এর রূপ

লোট্-এর রূপ

### তৃতীয় অধ্যায়

৩০

মখাদেব জাতক

মূল পাঠ, অনুবাদ এবং শব্দার্থ

### চতুর্থ অধ্যায়

৩৮

ধীবর ও নগররক্ষী

(অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের একটি অংশ)

মূলপাঠ, অনুবাদ এবং শব্দার্থ

### গ্রন্থপঞ্জি

৫৩

প্রথম অধ্যায়  
প্রথম পরিচ্ছেদ  
পালি ভাষার উৎপত্তি

পালি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—“পালি শৌরসেনীর প্রাচীন রূপের ভিত্তিতে গঠিত একটি মধ্যদেশীয় ভাষা—তবে ইহাতে মাগধী প্রাকৃতের উপাদানও মিশ্রিত রহিয়াছে।” (ODBL)

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, দক্ষিণ পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিলনে উদ্ভূত, দেশী-বিদেশী সর্বসাধারণের ব্যবহার্য মধ্য ভারতীয় সাধুভাষা থেকেই পালি ভাষার উৎপত্তি। এটি পুরোপুরি ধর্মসাহিত্যের ভাষা।

জার্মান পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ ও ম্যুলার বলেছেন, উড়িষ্যার আঞ্চলিক ভাষার উপর ভিত্তি করে পালি ভাষা গড়ে উঠেছিল এবং উড়িষ্যাই হলো পালির আদি জন্মস্থান। আর এক পণ্ডিত ভিন্ডিশের মতে পালি হলো অর্ধ মাগধীরই প্রকারভেদ এবং এর জন্মস্থান হলো কোশল। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ এবং পালি বিশেষজ্ঞ ভিলহেল্ম গাইগার মনে করেন, মগধ অঞ্চল হলো পালির জন্মস্থান। গাইগার বরং আরো বলেন—পালিকে মাগধীরই একটি রূপ মনে করা যেতে পারে। কারণ বুদ্ধ নিজেই মগধ অঞ্চলের লোক ছিলেন এবং তিনি নিজেই পালি ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন। গাইগারের এই মতটি সঠিক নয়। কারণ মাগধী হলো একটি সাহিত্যিক প্রাকৃতের নাম। বুদ্ধদেব যখন ধর্মপ্রচার করেন তখন সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলোর আলাদা রূপ গড়েই ওঠে নি। বরং বলা উচিত মাগধী প্রাকৃতের আগে যে আদি প্রাকৃত ছিল যাকে ‘প্রাচ্য প্রাকৃত’ বলা যায়, সেই প্রাকৃতে তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য প্রাকৃতে বুদ্ধ তাঁর বাণী প্রচার করে থাকলেও শুধু প্রাচ্য থেকেই পালি ভাষার জন্ম হয় নি। কারণ পালি ছিল সর্বভারতীয় ভাব-বিনিময়ের ভাষা।

স্টোন কনো’র মতে বিদ্য অঞ্চলে প্রচলিত পৈশাচী প্রাকৃতের সঙ্গে পালি ভাষার মিল বেশি। ড. নলিনাক্ষ দত্ত এবং গ্রিয়ার্সন পালির সাথে পৈশাচী প্রাকৃতের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। গ্রিয়ার্সন মনে করেন, পালি একটি মিশ্রভাষা এবং বিশেষ করে তক্ষশীলা অঞ্চলেই এর চর্চা ছিল বেশি।

আগেই বলা হয়েছে যে, পালি ছিল সর্বভারতীয় ভাব-বিনিময়ের ভাষা। বুদ্ধ সমগ্র ভারতে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন, বহু শিক্ষাকেন্দ্র ও সংঘারাম স্থাপিত হয়েছিল। এই সমস্ত সংঘারামে বৌদ্ধভিক্ষুগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে বাস করতেন। তাঁদের কথাবার্তার ভাষা ছিল বিভিন্ন প্রাকৃত। এতে ভাবের আদান-প্রদানে অসুবিধা দেখা দিত। তাই সকলের বোধগম্য একটা সাধারণ ভাষার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেজন্যই পণ্ডিতগণের

মধ্যে মতভেদ। এই প্রয়োজনের কারণে বিভিন্ন প্রাকৃতের উপাদান সমবায়ে একটি সর্বভারতীয় ভাষার সৃষ্টি হয়। এটিই পালি ভাষা। পালি সে কারণে একটি সমন্বয়ধর্মী ভাষা। কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়। এই ভাষার সূতিকাগৃহ হলো বৌদ্ধ বিহারগুলো। বৌদ্ধ বিহারে, বৌদ্ধ ধর্মসংগীতে পালি ভাষাই কথাবার্তার ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। এই ভাষাতেই বৌদ্ধ শাস্ত্র ও ত্রিপিটক রচনা ও সংরক্ষিত হয়েছিল।

কাজেই বুদ্ধদেব প্রাচ্য প্রাকৃত বা মাগধীতে ধর্ম প্রচার করেছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভারতের সর্বত্র প্রচলিত বিভিন্ন প্রাকৃতের উপাদান ব্যবহার করে বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর পরে একটি মিশ্রভাষার সৃষ্টি করেন। এটিই পালি ভাষা। কাজেই পালিকে একটি সংকর ভাষা বলা যায়। পালি ‘পল্লীর ভাষা’ কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়।

এই পালি ভাষা প্রথমত কথ্য ভাষা ছিল। পরে এটি সাহিত্যের ভাষারূপে গড়ে ওঠে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পালি ও প্রাকৃত ভাষার ইতিহাস

পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষাসমূহকে ভাষাবিজ্ঞানীগণ মোট প্রধান ১২টি ভাষাবংশে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য ভাষাবংশ হলো ইন্দো-ইউরোপীয়। এই ভাষাবংশকে দুটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে ১. কেল্টুম ও ২. শতম্। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকে কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী ‘মূল আর্যভাষা’ বলার পক্ষে।

এই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য-ভাষার উল্লিখিত দুটি গুচ্ছে মোট দশটি প্রাচীন শাখার নাম পাওয়া যায়। একটি শাখার নাম হলো ইন্দো-ইরানীয় তথা আর্য। ‘আর্য’ শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে কখনো কখনো প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই শাখার দুটি উপশাখা—১. ইরানীয় এবং ২. ভারতীয়। প্রথম শাখাটি চলে যায় ইরানে। দ্বিতীয় শাখাটি আসে ভারতীয় উপমহাদেশে। এই শাখার ভাষাকে বলা হয় ‘ভারতীয় আর্যভাষা’।

এই দ্বিতীয় শাখাটি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে খ্রি. পূর্ব ১৫০০ অব্দে (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে খ্রি. পূ. ১২০০ অব্দ)। এই ভারতীয় আর্য ভাষা তিনটি প্রধান স্তর বা যুগে বিভক্ত ১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য, ২. মধ্য ভারতীয় আর্য এবং ৩. নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্য। মূলত একই ভারতীয় আর্য ভাষা বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হয়ে এতখানি পৃথক রূপ লাভ করেছে যে প্রত্যেক যুগে তাকে পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে।

সব উন্নত ভাষারই দুটো রূপ থাকে—একটি সাহিত্যিক, অন্যটি কথ্য। কথ্য রূপগুলো সাহিত্যে বিধৃত না হওয়ায় লোকমুখে কালের গতিতে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তিত কথ্য রূপগুলো থেকেই জন্ম হয়েছে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা তথা প্রাকৃতের (আনু. খ্রি. পূ. ৬০০ অব্দ)।

এই পরিবর্তনের সূত্র ধরেই মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাসকে আরো তিনটি উপস্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা—১. প্রথম স্তর : প্রতুলিপি প্রাকৃত, ২. দ্বিতীয় স্তর : সাহিত্যিক প্রাকৃত এবং ৩. তৃতীয় স্তর : অপভ্রংশ। প্রথম স্তরের মধ্যে ‘পালি-ও পড়ে। কিন্তু ‘পালি’ কোনো স্বতন্ত্র ভাষা ছিল না। বিভিন্ন প্রাকৃতের উপাদান নিয়ে এই ভাষা গঠিত। এটি এক সময় সর্বভারতীয় ভাবিনিময়ের ভাষা (lingua franca) ছিল।

প্রথম স্তরের প্রধান মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা হলো অশোকের শিলালিপির প্রাকৃত। শিলালিপির প্রাকৃত ছিল জনসাধারণের মুখের জীবন্ত ভাষা। কিন্তু পালি ছিল ধর্মসাহিত্যের

ভাষা এবং তা এই স্তরের পরেও দীর্ঘকাল ধর্মসাহিত্যের ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছিল। সম্রাট অশোক বুদ্ধের বাণীগুলো জনসাধারণের মুখের ভাষাতেই প্রচার করেছিলেন। সেজন্য শিলালিপিতে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী) প্রাপ্ত প্রাকৃত হলো সেই সময়কার জীবন্ত ভাষার নিদর্শন। জীবন্ত ভাষা প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সে কারণে এই স্তরের প্রাকৃত ভাষা অঞ্চলভেদে কিছু কিছু পৃথক রূপও পেয়েছিল। এগুলোকে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলা যায়। যেমন—১. উত্তর-পশ্চিমা (অশোকের শাহবাজগটী ও মানসেহরা অনুশাসন), ২. দক্ষিণ-পশ্চিমা (গীর্নার অনুশাসন), ৩. প্রাচ্যমধ্য (কালসী অনুশাসন) এবং ৪. প্রাচ্য (ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন)।

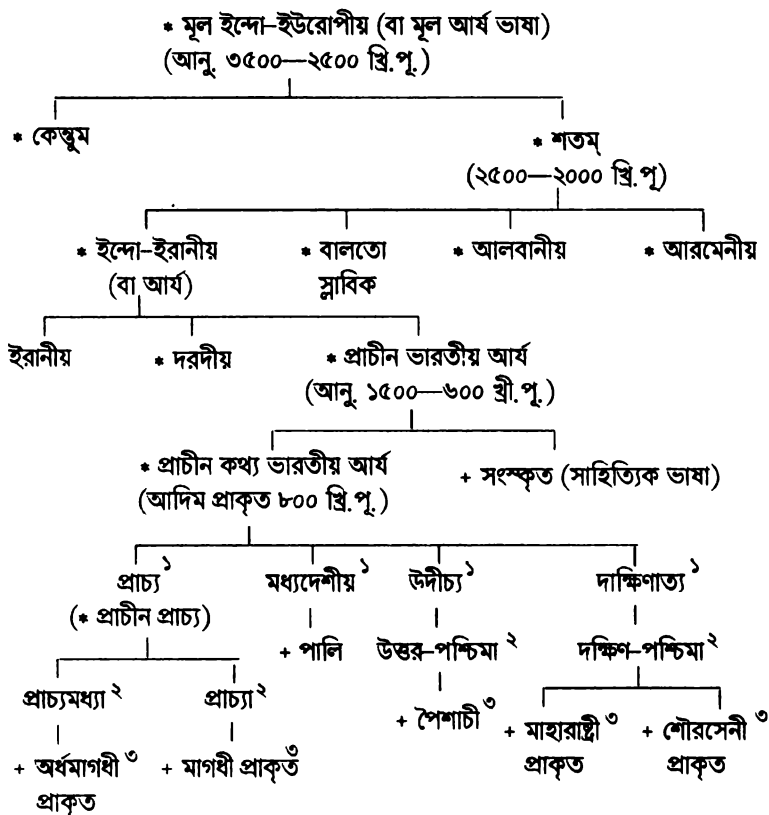
পালি ভাষার জন্ম উপরে বর্ণিত প্রাকৃতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উপাদানের সমবায়ে। তবে ড. সুকুমার সেনের মতে : “দক্ষিণ পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিলনে—সম্ভবত প্রথমে কেন্দ্রীয় উজ্জয়িনী অঞ্চলে—উদ্ভূত দেশী বিদেশী সর্বসাধারণের ব্যবহার্য যে মধ্যভারতীয় সাধু ভাষা—যাহাকে সেকালের *lingua franca* বলিতে পারি—তাহা হইতে পালি উৎপন্ন।” (দ্র. *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইন্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, একাদশ সং, ১৯৭১, পৃ. ১১৫)।

প্রাচ্যমধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিমার কেন্দ্রীয় রূপ যে মধ্যদেশের ভাষা, সেই উপভাষাকেই বুঝানো হয়েছে। ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ ভাষাকে শৌরসেনীর পূর্বরূপ বলেছেন। ড. সুকুমার সেনও অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে এই মধ্যদেশীয় ভাষাই পালির মূল উপাদান।

কাজেই এ কথা বলা যায় যে, মূলত মধ্যদেশের প্রাকৃতে উপর ভিত্তি করে এবং সবরকম প্রাকৃতেই উপাদান নিয়ে পালি ভাষা গড়ে উঠেছিল। সেজন্য এ ভাষাকে সমন্বয়ী ভাষা বা আপোসকামী ভাষা বলা হয়। এভাবে পালি ভাষা গড়ে উঠেছিল বলে ব্যাপক অর্থে পালিকে ‘প্রাকৃত ভাষা’ও বলা হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সেজন্য পালিকে ‘আদিম প্রাকৃত’ বলেছেন। তবুও পালি ও প্রাকৃতে মध्ये একটা পার্থক্য এই যে, প্রাকৃত যেমন ছিল জৈন ধর্মের ভাষা তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যেরও ভাষা ছিল। কিন্তু পালি ছিল শুধুই ধর্মসাহিত্যের ভাষা। তাছাড়া, প্রাকৃতগুলো ছিল মূলত আঞ্চলিক ভাষা, কিন্তু পালি ছিল সর্বভারতীয় ভাষা। অবশ্য পরবর্তীকালে শুধু দক্ষিণ ভারতের হীনয়ান বৌদ্ধরাই এ ভাষা ব্যবহার করতেন।

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম স্তরের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর উপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয় স্তরের পাঁচটি সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষা গড়ে উঠেছিল। সেগুলো হচ্ছে, ১. শৌরসেনী, ২. মাহারাত্রী, ৩. মাগধী, ৪. অর্ধ-মাগধী এবং ৫. পৈশাচী। এই প্রাকৃতগুলো ছিল সাহিত্যের ভাষা, জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিল না। যদিও তা জনসাধারণের মুখের ভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

পালি ও প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব একটি ছকের মাধ্যমে পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হলো।



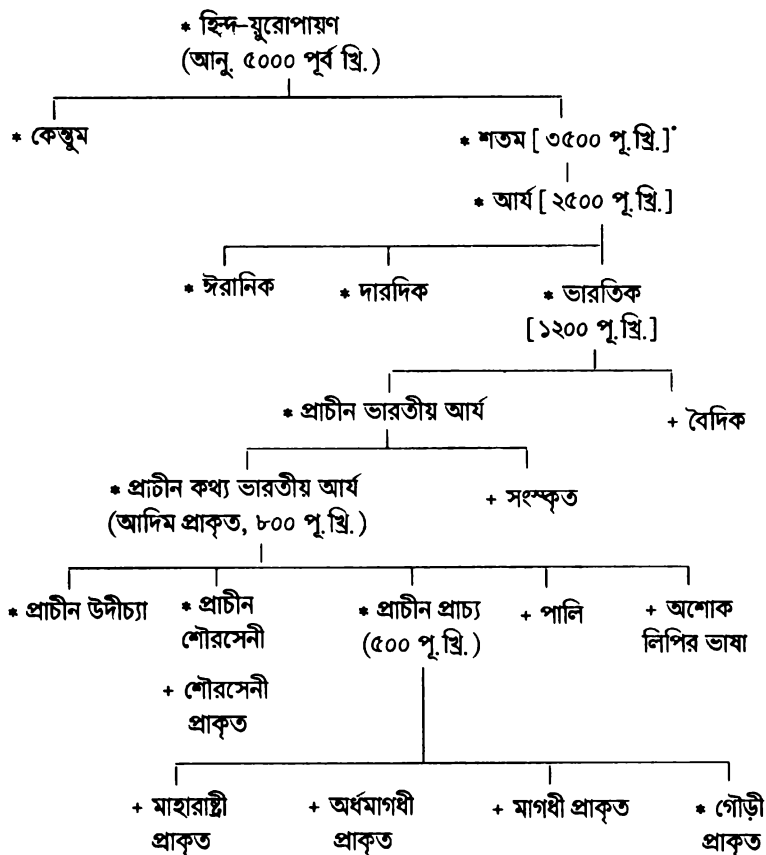
\* আনুমানিক ভাষা ১. এগুলো প্রা. ভা. আ. ভাষার কথ্য রূপ, ৫৫২-৩

+ মৃত ভাষা ২. এগুলো ম. ভা. আ. ভাষার প্রথম স্তরের কথ্যরূপ, পৃ. ৫৬৬।

৩. এগুলো ম. ভা. আ. ভাষার দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্যিক প্রাকৃত পৃ. ৫৮১।

[সূত্র : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা/ড. রামেশ্বর শ.]।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' প্রথম খণ্ডে ভাষার কুলজী নির্ণয় প্রসঙ্গে একটি পীঠিকা দিয়েছেন। সেই পীঠিকা অনুসরণ করে নিচে পালি-প্রাকৃতের অবস্থান দেখানো হলো :



[ বাংলা সাহিত্যের কথা : প্রথম খণ্ড — প্রাচীন যুগ,  
১ম সং, ১৯৫৩, উপক্রমণিকা ]

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ পালি পাঠের আবশ্যিকতা

‘পালি’ ভাষা মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার একটি স্তর। বাংলা, উড়িয়া, হিন্দি, মৈথিলী, অসমিয়া প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাথে পালি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এসব ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা, ধ্বনি পরিবর্তন, শব্দগুচ্ছ ও বাগধারার ব্যবহার আলোচনাকালে পালি ভাষাকে উপেক্ষা করা যায় না। পালি ভাষার ধ্বনি, বাগধারা বাংলা ভাষায় কখনও সোজাসুজি, কখনও প্রাকৃত বা সংস্কৃতের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করেছে। উদাহরণ :—

ক. সোজাসুজি

সং বুস > পা. ভুস > বাং ভুসি।  
শুশ্রু > পা. মস্সু > বাং মোছ।  
পতঙ্গ > পা. ফড়িঙ্গ > বাং ফড়িং।  
সঙ্কান > পা. সঙ্কান > বাং ছাঁদন।

খ. প্রাকৃতের মাধ্যমে

সং মশক > প্রা. মসঅ > বাং মশা।  
সস্বী > প্রা. সহী > বাং সহী।  
বৃন্ত > প্রা. বোন্ট > বাং বোঁটা।  
শৃগাল > প্রা. শিয়াল > বাং শিয়াল।  
মাতা > প্রা. মাত্ত > বাং মা।  
ঘৃত > প্রা. ঘিঅ > বাং ঘি।

কতকগুলো পালি বাগধারার বাংলা ভাষায় রূপান্তর লক্ষণীয়।

পালি	বাংলা
কালে কালে	কালে কালে
একতো হুত্বা	এক হয়ে
খনে খনে	ক্ষণে ক্ষণে
অটটি গলে লগগি	অস্থি গলায় লাগল।

পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিরাট ও বিস্তৃত। পালিতে রচিত এইসব গ্রন্থ চমৎকার শব্দ যোজনায়, প্রকাশভঙ্গিতে এবং সর্বোপরি বাস্তবধর্মিতাগুণে বাংলা ভাষাকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।



পালিতে রচিত ‘জাতক’সমূহ সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। পালি ভাষার ক্রমবিকাশ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে জাতকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই জাতককে কেন্দ্র করে এক সময় উত্তর ভারতে ও শ্রীলঙ্কায় পালি ভাষার চর্চা ও গবেষণা হয়েছিল। অনেকে এরকম মতও প্রকাশ করেছেন যে উত্তর ভারতে পালি ভাষা জনসাধারণের ভাষায় পরিণত হয়েছিল। তখন মূল পালিকে অবিকৃত রাখার জন্য বহু সাহিত্য ও ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্য, ভাস্কর্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর পালি সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এসব দেশে শুধু তাঁদের ধর্মপ্রচার করেই ক্রান্ত হন নি ; তাঁদের মাধ্যমে এই উপমহাদেশীয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতি, ধর্ম, শিল্প, লিপি, ভাষা ও সাহিত্যের বীজ ঐ সব দেশে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে মহীকূলে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থাইল্যান্ডের বিশ্ব সংস্কৃতির জীবন্তরূপ দেখে মন্তব্য করেছিলেন, “ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলি-কলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।” (কালান্তর : বৃহত্তর ভারত, পৃ. ৩০৬)। জাভা দ্বীপের বোরোবুদুর মন্দিরে জাতকে বর্ণিত গল্পের জীবন্তরূপ দেখালে অভিভূত দেখে এসেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও জাপানের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পালি জাতকের প্রভাব অপরিসীম।

এ সমস্ত নিদর্শন পালি ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### পালি ও সংস্কৃতের মধ্যে সম্পর্ক তুলনামূলক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

পালি ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে সম্পর্ক তথা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের প্রশ্নে বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গেই পালির সাদৃশ্য বেশি। কারণ বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপ থেকেই প্রাকৃতের জন্ম এবং বিভিন্ন প্রাকৃতের উপাদান নিয়েই পালি ভাষার সৃষ্টি।

নিচের বিষয়গুলোতে বৈদিক সংস্কৃতের সাথে পালির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

১. পালিতে বৈদিক মূর্ধ্য ল বর্ণটি রক্ষিত হয়েছে।

২. বৈদিক তবে, তুয়ে, তায়ে এই নিমিত্তার্থক প্রত্যয়গুলো পালিতে আছে। যেমন—মরিতুয়ে, গন্তবে, দাতবে, নেতবে।

৩. অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করতে হলে সংস্কৃতের ‘ত্বা’ প্রত্যয় ছাড়াও পালিতে ধাতুর উত্তর ত্বান ও ত্বন প্রত্যয় হয়। এই দুটি প্রত্যয় বৈদিক। দিত্বান, কাত্বন।

৪. ক্লীবলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের বহুবচনে ‘নি’ যুক্ত হয়—যেমন, ফলানি। বেদে এসব ক্ষেত্রে ‘আ’ যুক্ত হয়—যেমন, ফলা। এই প্রয়োগ পালিতেও আছে।

৫. তৃতীয়ার বহুবচনে ‘এহি’ ও ‘এভি’ যুক্ত শব্দরূপ পালি বৈদিক ভাষা থেকে গ্রহণ করেছে। যেমন—যুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি।

৬. কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘আসে’ বিভক্তি যুক্ত হয়—যেমন, ধম্ম—ধম্মাসে। এটিও বৈদিক ভাষার।

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, পালিতে স্বর ও ব্যঞ্জননের সংখ্যা কম। ঋ, ৯, ঐ, ঔ প্রভৃতি স্বর এবং শ, ষ, ক্ষ এবং বিসর্গ (ঃ) ব্যঞ্জনবর্ণ পালিতে লুপ্ত হয়েছে। সংস্কৃত শব্দ ব্যঞ্জনান্ত হতে পারে কিন্তু পালিতে অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ পেয়ে যায়। যেমন—গুণবান্ > গুনবা; স্যাৎ > সিয়া। পালিতে সংস্কৃতের দ্বিবচন নেই। আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ পালিতে বর্তমান থাকলেও আত্মনেপদের ব্যবহার খুব কম। সংস্কৃতের ১০টি গণের মধ্যে পালিতে মাত্র ৭টি গণ পাওয়া যায়। সংস্কৃতের অনেকগুলো অতীতকালের মধ্যে পালিতে মাত্র ‘অঙ্কতনী’র (Aorist) ব্যবহার আছে। পালিতে সাধারণত পাঁচটি ধাতুরূপের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন—বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যন্তী, পঞ্চমী (লোট) এবং সন্তমী (Optative)।

পালি ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে পালি ভাষা সরল ও মধুর, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ। পালি ভাষা সহজে উচ্চারিত হয় কিন্তু সংস্কৃতের উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত জটিল। পালি স্বরবহুল, কিন্তু সংস্কৃত ব্যঞ্জনবহুল। পালিতে যুক্তব্যঞ্জনের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু সংস্কৃতে যুক্তব্যঞ্জনের সংখ্যা অনেক বেশি। সংস্কৃত প্রধানত সাহিত্যের ভাষা, কিন্তু পালি প্রধানত কথিত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ প্রধান, পালি সাহিত্য প্রধান। পালি ব্যাকরণের নিয়মের অধীন ছিল না, কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকরণ অপরিহার্য।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### পালি ও প্রাকৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা

পালি ও প্রাকৃত উভয় ভাষা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্গত। এই দুটো ভাষার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পালিকে প্রায় প্রাকৃত ভাষাগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম বলা চলে। গাইগার, বিধুশেখর শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আচার্য সবাই এ ব্যাপারে একমত। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও পদসংস্থাপনে পরিবর্তন দেখা দিল। এই পরিবর্তনের ধারা যদিও পালি ও প্রাকৃতে একরূপ তথাপি কার্যত এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা দিল। বৈদিক ও সংস্কৃতের মধ্যে মোটামুটি ধ্বনিগত কিছু মিল থাকলেও ব্যাকরণে অনেক ব্যবধান। সংস্কৃতে স্বরধ্বনির কোনো স্থান নেই। কিন্তু বৈদিক ও প্রাকৃতে স্বরের প্রাধান্য বেশি। স্বরধ্বনির স্থান পরিবর্তনে অর্থের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। এদিক থেকে পালি ও প্রাকৃত সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিকের বেশি নিকটতম। পালি ও প্রাকৃত মূলত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সাথে অভিন্ন হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মৌলিক বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। অবশ্য স্বরবর্ণ উচ্চারণের সরলতা, স্বর সদৃশীকরণের পক্ষপাতিত্ব, স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জনের লোপ প্রবণতা, যুগ্মধ্বনির যুগ্মধ্বনিতা, পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপ এবং ঘন ঘন রূপ পরিবর্তন সবই প্রাকৃতেই বেশিষ্ট।

নিচের কয়েকটি উদাহরণ হতে পালি ও প্রাকৃতে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে—

১. প্রাকৃতে ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য, ব প্রভৃতি পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ হলেও স্বরধ্বনিটা রয়ে যায়। যেমন—মুকুল > মউল। এখানে পদমধ্যবর্তী ‘ক’-এর লোপ কিন্তু স্বরধ্বনি ‘উ’ রয়ে গেল। অনুরূপভাবে লোক > লোঅ। সকল > সঅল। নগর > নঅর। ভোজন > ভোঅণ। কিন্তু পালিতে পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনের লোপ হয় না।

২. প্রাকৃতে পদের আদিস্থিত ‘য’ ‘জ’-এ পরিণত হয় অথবা মাগধীতে ‘জ’ ‘য’-এ পরিণত হয়। পালিতে ‘য’ ও ‘জ’-এর কোনো পরিবর্তন নেই। যেমন—যদি > শৌ। জদি, মাগ. যই।

৩. পালি ও প্রাকৃতে সংস্কৃতের স্বত্ব বিধান লুপ্ত হয়ে গেলেও সব প্রাকৃতে আবার একরকম নয়। মাগধীতে ‘স’ ‘ষ’-এর পরিবর্তে ‘শ’ হয়। পালি ও অন্যান্য প্রাকৃতে কেবল ‘স’-এর ব্যবহার আছে। শ ও ষ একেবারে লোপ পেয়েছে।

৪. সংস্কৃতের গত্ব বিধান প্রাকৃতে নেই। কারণ প্রাকৃতে একমাত্র ‘ণ’-ই আছে। পালিতে ‘ণ’ ও ‘ন’ দুটোরই ব্যবহার আছে। যেমন—সং কনক > পা-কনক > প্রা. কণঅ। পালি ও সংস্কৃত নদী নই অথবা গঙ্গ (প্রাকৃত)।

৫. পালি ও প্রাকৃতে উভয় ভাষাতে ‘ঐ’ ও ‘ঔ’-এর পরিবর্তে যথাক্রমে ‘এ’ এবং ‘ও’ হয়। যেমন—তৈল > তেল। গৌতম > গোতম। ঔষধ > ওষধ। প্রাকৃতে ‘এ’ এবং ‘ঔ’-এর একপ্রকার হ্রস্ব উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন—তেল > তেল্ল। সৌম্য > সোম্ম। প্রাকৃতে এছাড়া ‘ঐ’ ও ‘ঔ’ প্রথমে ‘এ’ এবং ‘ও’-তে পরিবর্তিত হয়ে আবার ‘ঐ’ ও ‘ঔ’ যথাক্রমে ‘অই’ ও ‘অউ’-তে পরিণত হয়। যেমন—সং ভৈরব > পা. ভেরব, প্রা. ‘ভইরব’। কৌরব > কোরব > কউরঅ। পৌর > পোর > পউর। পালি ভাষায় এরকম দেখা যায় না।

৩. পালিতে কখনো কখনো ‘হব্’ স্থানে ‘ব্হ’ হয়, তারপর আর কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন—জিহ্বা > জিব্হা। প্রাকৃতে এর পরও পরিবর্তন হয়, যেমন—জিব্ভা। বিহ্বল > বিব্হল > বিব্ভল।

৭. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ‘হ্য’ পালিতে ‘য্হ’ এবং প্রাকৃতে ‘জঝ’-তে পরিণত হয়। যেমন—সং মুহ্যতে > পা. মুয্হতে, প্রা. মুজ্ঝতে।

৮. পালি শব্দরূপ বৈদিক সংস্কৃতের কাছাকাছি। যেমন—বৈদিক দেবেভিঃ > পা. দেবেভি। কিন্তু প্রাকৃতে শুধু ‘দেবেহি’। পঞ্চমীর একবচনে পালিতে ‘নরা, নরম্হা, নরম্মা’ হয়, প্রাকৃতে নরম্হা, নরম্মা।

৯. সংস্কৃতের তিনটি অতীতকালই পালিতে আছে, কিন্তু প্রাকৃতে এরকম না। প্রাকৃতে অতীতকাল বুঝাবার জন্য সমস্ত পুরুষ ও বচনে স্বরবর্ণের শেষে ‘সী’, ‘হি’ হিয়’ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে ‘হয়’ যোগ হয়।

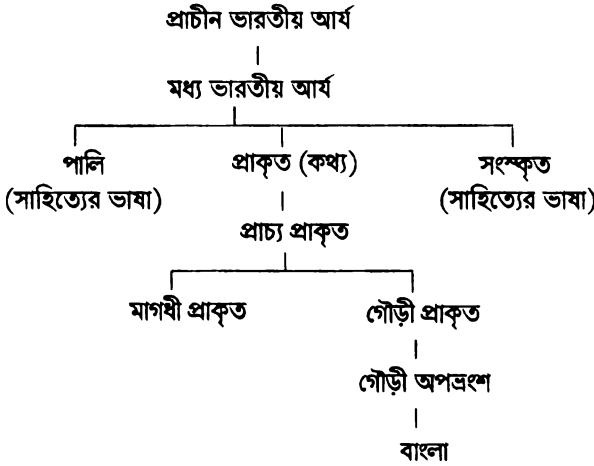
১০. পালিতে অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝাবার জন্য সংস্কৃতের মতো ‘আন’ ও ‘মান’ উভয় প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। প্রাকৃতে ‘আন’ ও ‘মান’ দুটোরই লোপ হয় এবং তার বদলে কেবল ‘মানো’ হয়।

এভাবে দেখা যায় যে, ভাষা দুটি মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্গত হলেও এদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য আছে। তবে একটি কথা স্বীকার করা যায় যে, এই দুটো ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে নয় বরং আর্য অপভ্রংশ থেকে। দুটো ভাষাই সমান সরল ও সুমধুর।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### পালি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক

পালি ভাষা প্রাচীনতম প্রাকৃতের উপাদান নিয়ে গঠিত হয়েছে। সেজন্য প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলার যে সম্পর্ক, পালির সাথেও সেই সম্পর্ক বর্তমান। পালি জন্মলাভ করে পরে ধর্মীয় সাহিত্যের ভাষারূপেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। প্রাকৃত কিন্তু ভাষা পরিবর্তনের পথ ধরে অপভ্রংশ ও পরে বাংলা ও অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পরিণত হয়েছে। নিচের ছকের মাধ্যমে পালি ও বাংলার সম্পর্কটি স্পষ্ট বুঝা যাবে—



এই ছক থেকে বুঝা যাবে প্রাকৃত অপেক্ষা পালির সাথে বাংলার সম্পর্ক দূরবর্তী। বাংলা সংস্কৃত ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করেছে। বহু সংস্কৃত প্রত্যয়ের পরিবর্তিত রূপ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলায় চলে এসেছে। কিন্তু পালির স্বকীয় কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই বাংলা গ্রহণ করে নি। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে পালি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং বাংলা ভাষার উদ্ভবের যুগে এটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। সেটি বৌদ্ধধর্মেরও অবসানের যুগ। সুতরাং পালির প্রভাব বাংলায় তেমন লক্ষণীয় নয়। প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা যেরকম আত্মিক সম্পর্কে বঁধা, পালির সঙ্গে সেরকম নয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার সম্পর্ক বিবেচনার ক্ষেত্রে পালি ও প্রাকৃতকে পৃথকভাবে দেখলে চলবে না। কেননা পালি আসলে প্রাকৃতমূলক। বাংলা ভাষার স্বরূপ জ্ঞানতে হলে পালি এবং প্রাকৃত উভয় ভাষারই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারায় পালির স্থান নেই। পালি সংস্কৃতের মতোই কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। পালি প্রাচীনতম প্রাকৃত ছাড়া আর কিছুই নয়, সেই হিসেবে প্রাকৃতের সঙ্গে যদি বাংলার সম্পর্ক থাকে, তবে পালির সঙ্গেও সম্পর্ক রয়েছে স্বীকার করতে হবে।

বাংলা সংখ্যাবাচক অনেক শব্দের উৎস সন্ধান করতে গেলে বহু ক্ষেত্রেই পালির শরণাপন্ন হতে হয়। কয়েকটি উদাহরণ—

পালি একাদশ, একারস > অর্ধ- মাগ- একারস > অপ- একারহ > বাং এগার।

পালি বারস (প্রাকৃতেও তাই) > বারহ > বার।

পালি পঞ্চদশ, পন্নরস > পন্নরহ > পনের।

পালি (প্রাকৃত) সোলস > সোলহ > ষোল।

পালি তেবীস > অপ- তেইস > তেইশ।

বাংলার কয়েকটি বিশেষ বাগভঙ্গির সাথে পালির মিল দেখা যায়—

পিট্ঠিত পিট্ঠিত = পিঠে পিঠে।

সহস্ং সহস্‌সেন = হাজার হাজার।

অতীতে একো রাজা রজ্জং কারেসি = অতীত কালে এক রাজা রাজত্ব করতেন।

ভন্তং বড়্‌চেদি = ভাত বাড়ে।

বুদ্ধ ভাবেন কস্মং ন অথি = বুদ্ধ হয়ে কাজ নেই।

অট্ঠি গলে লগ্গি = অস্থি গলায় লাগল।

ন মে অফাসুকং অথি = আমার কোনো অসুখ বিসুখ নেই।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ মাহারাত্তী প্রাকৃত : পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার দ্বিতীয় স্তরের কথ্যরূপকে ভিত্তি করে কয়েকটি প্রাকৃত ভাষা গঠিত হয়েছিল। এগুলোকে ‘সাহিত্যিক প্রাকৃত’ বলা হয়। মাহারাত্তী প্রাকৃত তার মধ্যে একটি।

মাহারাত্তী প্রাকৃত যদিও শৌরসেনীর পরবর্তী এবং কারো কারো মতে শৌরসেনী থেকেই জাত, তবু মাহারাত্তীকেই আদর্শ ভাষার মর্যাদা দেওয়া হতো। প্রাকৃত ব্যাকরণে মাহারাত্তীকেই মূল প্রাকৃত ধরে অন্যান্য প্রাকৃতের লক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত নাটকে শ্রেণী বিশেষের ভাষারূপে এই প্রাকৃতের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য রচনার মাধ্যম হিসেবে মাহারাত্তীর যে ব্যাপক প্রচলন ছিল, তার নিদর্শন হলো হালের ‘গাহাসত্তসঙ্গ’ (খ্রি. ৩য় শতাব্দী), প্রবর সেনের ‘সেতু বন্ধ’ (খ্রি. ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী), বাকপতি রাজের ‘গউড় বহো’ (গৌড়বধ) (খ্রি. ৮ম শতাব্দী)। এসব পূর্ণাঙ্গ রচনা ছাড়া সংস্কৃত নাটকেও মাহারাত্তীর প্রয়োগ দেখা যায়।

এই প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :—

ক. এই প্রাকৃতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেত, যেমন—প্রাকৃত > পাউঅ ; আর মহাপ্রাণ হলে ই-কারে পরিণত হতো, যেমন—কথম্ > কহম্।

খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যের অঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন অর্থাৎ বর্গের প্রথম বর্ণ প্রথমে মহাপ্রাণ বর্ণে অথবা উষ্ম বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং শেষে মাহারাত্তীতে হ-কারে পরিণত হয়। যেমন—নিকম্ > নিখম্ > নিহম্, ভরত > ভরথ > ভরহ ইত্যাদি।

গ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যের যুক্তব্যঞ্জন ‘অ্র’ মাহারাত্তীতে ‘ঞ’ হয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যটি শৌরসেনী ও মাগধী থেকে মাহারাত্তীকে পৃথক করেছে। যেমন—আত্নান্ > অন্না। কিন্তু শৌরসেনী ও মাগধীতে ‘অন্ত্রা’।

ঘ. তেমনি প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ‘ক্ষ’ মাহারাত্তীতে হতো ‘চ্ছ’, কিন্তু শৌরসেনীতে হতো ‘ক্খ’। যেমন—ইক্ষু > মাহা. উচ্ছু, শৌ. ইক্খু।

ঙ. সপ্তমীর একবচনের সর্বনামের বিভক্তি ‘স্মিন্’ মাহারাত্তীতে হয়েছে ‘স্মি’, কিন্তু শৌরসেনীতে হয়েছে ‘ম্হি’ ও অর্ধ-মাগধীতে ‘ৎসি’। যেমন—সর্বস্মিন্ > মাহা. সবস্মি > শৌ. সবম্হি।



চ. মাগধী ও অর্ধমাগধীর মতো স্বরমধ্যগত স-কার মাহারাষ্ট্রীতেও কখনো কখনো 'হ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন—পাষণ্ > পাহাণ, অনুদিবসম্ > অণুদিঅহম।

ছ. মাহারাষ্ট্রীতে ক্রিয়াবিশেষণের প্রত্যয় 'আহি' পঞ্চমীর একবচনের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—দূরাহি।

জ. 'ক্' ধাতুটি মাহারাষ্ট্রীতে সামান্য বর্তমান কালে 'কু' হ'য়ে গেছে। যেমন—বৈদিক কণোতি > \* কুণই > কুণই, কিন্তু শৌরসেনীতে 'করোদি'।

ঝ. কর্মবাচ্যের '-য়' মাহারাষ্ট্রীতে হয়েছে '-ইজ্জ', কিন্তু শৌরসেনীতে 'ঈঅ'। যেমন—গম্যতে > মাহা. গমিজ্জই > শৌ. গমীঅদি।

ঞ. অসমাপিকার বৈদিক প্রত্যয় 'ভ্রাচ্' মাহারাষ্ট্রীতে 'উণ' হয়েছে। যেমন—প্রচ্ছ+ভ্রাচ্ = পৃষ্টা > মাহা. পুচ্ছিউণ।

প্রকৃতপক্ষে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেব সঙ্গে শৌরসেনীর কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। এই দুটো ভাষাই দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃতেব ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। মাহারাষ্ট্রী শৌরসেনী প্রাকৃতেবই পরবর্তী পরিণত রূপ।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### শৌরসেনী প্রাকৃত : পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

শৌরসেনী মধ্যদেশীয় প্রাকৃত। পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ (মথুরা-দিল্লি মীরাট) এই প্রাকৃতির মূল পীঠস্থান ছিল। সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতাম্বী এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কাছাকাছি। মাহারাষ্ট্রী ছিল আদর্শ ভাষা, কিন্তু মাহারাষ্ট্রীর পরেই শৌরসেনীর সম্মানিত স্থান স্বীকৃত ছিল। সংস্কৃত নাটকে শিক্ষিত রমণী, রাজপুরুষ, বিদুষক প্রভৃতির সংলাপে শৌরসেনী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতো। ড. সুকুমার সেনের মতে মাহারাষ্ট্রীর সঙ্গে শৌরসেনীর কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই—একটি ছাড়া—স্বর মধ্যগত ‘দ’-কার ও ‘ধ’-কারের স্থিতি (ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ১২০)। কিন্তু মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এই দুই প্রাকৃতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে (সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ড. রামেশ্বর শ; পৃ. ৫৮৪)। শৌরসেনীর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

ক. স্বরমধ্যবর্তী ‘দ’ ও ‘ধ’ শৌরসেনীতে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন অম্পপ্রাণ হ’লে লোপ পেয়েছে আর মহাপ্রাণ হলে ‘হ’-কারে পরিণত হয়েছে। সে কারণে ‘দ’ লোপ পেয়েছে ও ‘ধ’ পরিণত হয়েছে ‘হ’-কারে। যেমন—সংস্কৃত গচ্ছতি > শৌ. গচ্ছদি, মাহা গচ্ছই। সং মধু > শৌ. মধু, মাহা. মধু। সং রথ > শৌ. রথ. মাহা. রথ।

খ. সংযুক্ত ব্যঞ্জন ‘ক্ষ’ শৌরসেনীতে হয়েছে ‘ক্খ’, কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে ‘চ্ছ’। যেমন—ইক্ষু > শৌ. ইক্খু, মাহা. উচ্ছু।

গ. সপ্তমীর একবচনের বিভক্তি ‘স্মিন্’ শৌরসেনীতে ‘মহি’, অর্ধমাগধীতে-‘ৎসি’। যেমন সর্বস্মিন > শৌ. সববমহি, মাহা. সবস্মি : অর্ধ-মাগ সবৎসি।

ঘ. কর্মবাচ্যের ‘-য়’ শৌরসেনীতে ‘ঈঅ’, কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে ‘ইজ্জ’। যেমন—গম্যতে > শৌ. গমীঅদি, মাহা. গমিজ্জই।

ঙ. √ কৃ ধাতুর রূপ শৌরসেনীতে অনেকটা সংস্কৃতের মতো। যেমন—কৃ-কর+তি > করোতি > শৌ. করোদি > শৌ. করোদি। কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে ‘কুণই’।

শৌরসেনী প্রাকৃত সংস্কৃত ভাষাকে অনুসরণ করেছে বেশি। কারণ শূরসেন তথা মধ্য ভারতের রাজধানী মথুরায় শক্ ও কুশাণ রাজগণ সংস্কৃত প্রভাবসমৃদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষা

শাসন কার্যে ব্যবহার করতেন। কাজেই সংস্কৃত ভাষার অত্যধিক অনুগতিও শৌরসেনী প্রাকৃতের একটি বৈশিষ্ট্য।

চ. বিধিলিঙের (Optative) রূপ শৌরসেনীতে সংস্কৃতের আদর্শে হতো। যেমন—  
\* বর্তেৎ > শৌ. বট্টে। কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে—‘ইজ্জ’, যেমন—বট্টেজ্জ।

ছ. সংস্কৃতের ‘অ’ শৌরসেনীতে শুধুই সমীভূত হয়েছে, কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে ‘ঋ’ হয়ে গেছে। যেমন—আত্মন্ > শৌ. অস্তা, মাহা. অম্মা।

জ. শৌরসেনীতে ‘শ্’ ও ‘ষ্’ দুটোই ‘স্’-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—আশ্রম > অস্রম।

## নবম পরিচ্ছেদ মাগধী প্রাকৃত : পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

### পরিচয়

মাগধীকে প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত বলা হয়। কারণ এর উৎপত্তিস্থল সম্ভবত মগধ বা আধুনিক বিহারে অবস্থিত ছিল। এর সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত এক বিহারী ভাষা ‘মাগহী’-র সম্পর্ক দেখা যায়।

সংস্কৃত নাটকে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের ভাষায় এর নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া অন্য কোথাও মাগধী ভাষার প্রচলন তেমন দেখা যায় না।

মাগধী একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। সাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য এই ভাষার ব্যবহার ছিল। ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকে ‘ধীবর ও নগররক্ষী’র কথোপকথনের মধ্যে এর নিদর্শন আছে।

“মাগধী” নামের মধ্যে মগধের অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের কথ্য ভাষার স্মৃতি রয়ে গেছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

অশোক নিজে ‘মাগধ’ বলেছেন। কালিদাস ‘মাগধী’ ব্যবহার করেছেন মগধের গৌরবিনী রাজকন্যা বলে। ‘মাগধ’ শব্দটির অর্থ শূতিপাঠক, গায়ক। ‘মগধ’ একসময় সংস্কৃতিবান এবং গর্বিত জাতি ছিল। মাগধী সাহিত্যের ভাষা হলেও এর মূলে মগধ অঞ্চলের এই সংস্কৃতিবান জাতির জীবন্ত ভাষার ভিত্তি ছিল বলে মনে হয়। সেই ভাষারই প্রাচীনতর রূপের নিদর্শন সূতনুকা প্রত্নলিপিতে রয়েছে।

### বৈশিষ্ট্য

মাগধী প্রাকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ‘ষ’ ও ‘স্’ পরিবর্তিত হয়েছে ‘শ’-তে। যেমন—পুরুষঃ > পুলিশে। দিবসঃ > দিঅশে। সোহণে > শোহণে। ঈদৃশ্য > ঈদিশশ।

‘স’ কোথাও অপরিবর্তিত রয়েছে : যেমন—হস্ত।

২. ‘র’, মাগধীতে ‘ল’ কারে পরিণত হয়েছে। যেমন—পুরুষঃ > পুলিশে। দারুণ > দালুণ। রাজা > লাআ।

৩. প্রথমার একবচনের বিভক্তি বিসর্গযুক্ত অ-কার পরিবর্তিত হয়ে এ-কার হয়েছে।

৪. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার 'ণ্য', 'স্ত্র' 'ঞ্জ' মাগধীতে 'ঞঞ'। যেমন—পুণ্য > পুঞঞ, রাস্তাঃ > লঞঞ, অঞ্জলি > অঞঞলি।

৫. 'জ্' স্থানে 'য্'। যেমন—জানাতি > যানাতি। জায়তে > যায়দে। 'য'-কারের স্থিতি। যথা > যধা।

৬. স্বরমধ্যবর্তী 'দ' 'ধ' রয়ে গেছে। যেমন—ভবিশ্শদি; মালোধ।

৭. যুক্তব্যঞ্জনের সমীভবনে মাগধীতে নিয়ম মানা হয় নি। যেমন—হস্তিস্কঙ্কঃ। অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন নিয়মে সমীভবন হয়েছে। যেমন—চ্ছ > শ্চ (মৎস্য > মচ্ছ > মশ্চ); ক্ষ > শ্ক (পক্ষ > পশ্ক); ত্ত > শ্ত (ভর্তা > ভস্তা); থ্ > শ্ত (বিক্রয়ার্থ > বিক্ক অন্তঃ), ঞ্ফ > শ্ফ (নিষ্ফল > নিশ্ফল)।

৮. অ-কারান্ত শব্দ সম্বোধনে 'আ-কারান্ত হয়। যেমন—হে-পুরুষ > হে পুলিশা।

৯. অ-কারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'আহ' বিভক্তি। যেমন—চারুদত্তস্য > চালুদস্তাহ।

১০. স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার। যেমন—ভর্তৃকাঃ > ভস্টকে।

## দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ : শব্দরূপ

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ  
একবচন

নর

	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
১মা	নরঃ	নরো	নরো
২য়া	নরম্	নরং	নরং
৩য়া	নরেণ	নরেন	নরেণ
৪র্থী	নরায়	নরস্	নরস্
৫মী	নরাৎ	নরা, নরস্মা নরম্হা	নরদো, নরাও (মাহা·)
৬ষ্ঠী	নরস্য	নরস্	নরস্, নরাহ (মাগ·)
৭মী	নরে	নরে, নরস্মিৎ, নরম্হি	নরে, নরস্মি (মাহা·)

বহুবচন

১মা	নরাঃ	নরা	নরা
২য়া	নরান্	নরে	নরে
৩য়া	নরৈঃ	নরেহি, নরেভি	নরেহিং
৪র্থী	নরেভ্যঃ	নরানং	নরাণং, নরাণ
৫মী	নরেভ্যঃ	নরেহি, নরেভি	নরেহিংতো, নরেহি
৬ষ্ঠী	নরাণাম্	নরানং	নরাণং, নরাণ
৭মী	নরেষু	নরেসু	নরেসুং, নরেসু

সংস্কৃতে দ্বিবচন আছে, কিন্তু পালি-প্রাকৃতে দ্বিবচন নেই।

বিঃ দ্রঃ—অ-কারান্ত অন্যান্য পুংলিঙ্গ শব্দ ‘নর’ শব্দের অনুরূপ। বুদ্ধ, দেব, পুত্র, ধর্ম, নাগ, লোভ ইত্যাদি।

## আ-কারান্ত শব্দীলিঙ্গ শব্দ

একবচন	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
১মা	নতা	নতা	নতা
২য়া	নতাম্	নতং	নতং
৩য়া	নতয়া	নতায়	নতাএ
৪র্থী	নতায়ৈ	নতায়	নতাএ
৫মী	নতয়াঃ	নতায়	নতাও, নতাদো
৬ষ্ঠী	নতঃশ্চাঃ	নতায়	নতাএ
৭মী	নতায়াম্	নতায়, নতায়ং	নতাএ

## বহুবচন

১মা	নতাঃ	নতা, নতায়ো	নতাও
২য়া	নতাঃ	নতা, নতায়ো	নতাও, নতাউ
৩য়া	নতাভিঃ	নতাভি, নতাহি	নতাহিং, নতাহি
৪র্থী	নতাভ্যঃ	নতানং	নতানং, নতান
৫মী	নতাভ্যঃ	নতাভি, নতাহি	নতাহিংতো, নতাসুংতো
৬ষ্ঠী	নতানাম্	নতানং	নতানং, নতান
৭মী	নতাসু	নতাসু	নতাসু, নতাসুং

বিঃ দ্রঃ মালা, কন্যা (কণ্ণা), ভিক্ষা, বিদ্যা (বিজ্জা), ভার্যা (ভরিয়া), ইচ্ছা ইত্যাদি শব্দের রূপ 'নতা' শব্দের মতো।

## ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

একবচন	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
১মা	মুনিঃ	মুনি	মুনী
২য়া	মুনিম্	মুনিং	মুনিং
৩য়া	মুনিনা	মুনিনা	মুনিণা
৪র্থী	মুনিযেঃ	মুনিস্, মুনিনো	মুনিণো, মুনিস্
৫মী	মুনেঃ	মুনিম্হা, মুনিম্হা	মুনীদো, মুনীও (মাহা·)

৬ষ্ঠী	মুনেঃ	মুনিস্‌স, মুনিনো	মুনিণো, মুনিস্‌স
৭মী	মুনৌ	মুনিশ্মিৎ, মুনিম্‌হি	মুনিশ্মি

বহুবচন

১মা	মুনয়ঃ	মুনী, মুনয়ো	মুনীও, মুনিণো (মাহা·)
২য়া	মুনীন্	মুনী, মুনয়ো	মুনিণো
৩য়া	মুনিভিঃ	মুনীহি, মুনীভি	মুনীহিৎ, মুনীহি (মাহা·)
৪র্থী	মুনিভ্যঃ	মুনীনৎ	মুনীণৎ, মুনীণ (মাহা·)
৫মী	মুনিভ্যঃ	মুনীহি, মুনীভি	মুনীহিৎ, মুনীহি (মাহা·)
৬ষ্ঠী	মুনীনাম্	মুনীনৎ	মুনীণৎ, মুনীণ (মাহা·)
৭মী	মুনিষু	মুনীসু	মুনীসু

সংস্কৃতের দ্বিবচন পালি-প্রাকৃতে নেই।

বি. দ্র.—ই-কারান্ত, অন্যান্য পুংলিঙ্গ শব্দ ‘মুনি’ শব্দের অনুরূপ। অগ্নি (অগ্গি), কবি, রবি, অতিথি ইত্যাদি।

সর্বনাম শব্দের রূপ : উত্তম পুরুষ অস্মদ্ = আমি

একবচন

	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
প্রথম	অহম্	অহং	অহং [অহকং, অহশ্মি, হং, {অহকে, হকে, হগে (মাগ·) অহঅং [মাহা·]}
দ্বিতীয়া	মাম্	মমং, মং	মং, মমং [অহশ্মি], মি
তৃতীয়া	ময়া	ময়া, মে	মএ, মই মে
চতুর্থী	মহ্যম্, মে	মম, মমং ময়হং, অম্‌হং	মম, মে মহ
পঞ্চমী	মৎ	ময়া, মে	মমাদো, মমাও
ষষ্ঠী	মম, মে	মম্‌ মমং, ময়হং, অম্‌হং	মম, মে মজ্জব্
সপ্তমী	ময়ি মমশ্মিন্	ময়ি	মই মমশ্মিৎ



## বহুবচন

	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
প্রথম	বয়ম্, অশ্মে	যয়ং, অম্‌হে	অম্‌হে [অশ্মে-মাগ.]
দ্বিতীয়া	অস্মান, নঃ	অম্‌হে, অমহাকং, নো	অম্‌হে, গো
তৃতীয়া	অস্মাভিঃ	অম্‌হেহি, অম্‌হেভি	অম্‌হেহিং, অম্‌হেহি
চতুর্থী	অস্মভ্যম্, নঃ	অমহাকং, অম্‌হং	অমহাণং, গো
পঞ্চমী	অস্মাং	অম্‌হেহি, অম্‌হেভি	অম্‌হাহিংতো, অম্‌হাসুংতো
ষষ্ঠী	অস্মাকম্, নঃ	অমহাকং, অম্‌হং	অম্‌হাণং, গো
সপ্তমী	অস্মাসু	অম্‌হেসু	অম্‌হেসু, অম্‌হেসুং

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ  
ধাতুরূপ

√ ভূ (= হওয়া)

লট্ বর্তমান কাল Present ভূ > ভব > ভো > হো

একবচন					
	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত		
			শৌ.	মাহা.	মাগ.
প্রথম পুরুষ	ভবতি	ভবতি	হোদি	হোই	ভোদি
		হোতি	ভোদি	হুবই	
মধ্যম পুরুষ	ভবসি	ভবসি	হোসি	হোসি	ভবশি
		হোসি			
উত্তম পুরুষ	ভবামি	ভবামি	হোমি	হোমি	ভবামি
		হোমি	ভবামি		

বহুবচন					
	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত		
			শৌ.	মাহা.	মাগ.
প্রথম পুরুষ	ভবন্তি	ভবন্তি	ভবন্তি	হোন্তি	ভবন্তি
		হোন্তি			
মধ্যম পুরুষ	ভবথ	ভবথ	ভবথ	হোথ	ভবথ
		হোথ		হোথ	
উত্তম পুরুষ	ভবামঃ	ভবাম	হোমো	হোমো	ভবামো
		হোম	ভবামো		

১৭. প্র.—পালিতে ‘ভূ’ স্থানে ‘বিকল্পে’ ‘হ’ আদেশ হয়। সংস্কৃতের দ্বিবচন পালি-প্রাকৃতে  
নেই।

## লোট্ বর্তমান অনুজ্ঞা Imperative

একবচন					
	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত		
			শৌ.	মাহ.	মাগ.
প্রথম পুরুষ	ভবতু	ভবতু	ভোদু	হোউ	ভোদু
		হোতু			
মধ্যম পুরুষ	ভব	ভব, ভবাহি	ভব	হোসু	ভব
		হোহি			
উত্তম পুরুষ	ভবানি	ভবামি	ভবামু	হোমু	ভবামু
		হোমি			

বহুবচন					
	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত		
			শৌ.	মাহ.	মাগ.
প্রথম পুরুষ	ভবন্তু	ভবন্তু	ভবন্তু	হোন্তু	ভবন্তু
		হোন্তু			
মধ্যম পুরুষ	ভবত	হোথ	ভবথ	হোহ	ভবথ
উত্তম পুরুষ	ভবাম	ভবাম	ভবম্হ	ভবম্হ	ভবম্হ
		হোম			

বি. দ্র.—সব কয়টি রূপ পরস্মৈপদী-তে (অকর্মক-Active voice)। আত্মনেপদের প্রয়োগ কম।

√ গম্ (= যাওয়া)

গম্ ধাতু স্থানে 'গচ্ছ'

## লট্-বর্তমান কাল Present Tense

একবচন					
	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত		
			শৌ.	মাহ.	মাগ.
প্রথম পুরুষ	গচ্ছতি	গচ্ছতি	গচ্ছদি	গচ্ছই	গচ্ছদি

মধ্যম পুরুষ	গচ্ছসি	গচ্ছাহি	গচ্ছসি	গচ্ছসি	গচ্ছশি
উত্তম পুরুষ	গচ্ছামি	গচ্ছামি	গচ্ছামি	গচ্ছামি	গচ্ছামি

বহুবচন					
	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত		
			শৌ.	মাহা.	মাগ.
প্রথম পুরুষ	গচ্ছন্তি	গচ্ছন্তি	গচ্ছন্তি	গচ্ছন্তি	গচ্ছন্তি
মধ্যম পুরুষ	গচ্ছথ	গচ্ছথ	গচ্ছথ	গচ্ছহ	গচ্ছথ
উত্তম পুরুষ	গচ্ছামঃ	গচ্ছাম	গচ্ছামো	গচ্ছামো	গচ্ছামো

## লোট্ বর্তমান অনুজ্ঞা Imperative

একবচন					
	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত		
			শৌ.	মাহা.	মাগ.
প্রথম পুরুষ	গচ্ছতু	গচ্ছতু	গচ্ছদু	গচ্ছউ	গচ্ছদু
মধ্যম পুরুষ	গচ্ছ	গচ্ছাহি	গচ্ছ, গচ্ছসু	গচ্ছসু	গচ্ছ
উত্তম পুরুষ	গচ্ছানি	গচ্ছাম	গচ্ছামু	গচ্ছামু	গচ্ছামু

বহুবচন					
	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত		
			শৌ.	মাহা.	মাগ.
প্রথম পুরুষ	গচ্ছন্তু	গচ্ছন্তু	গচ্ছন্তু	গচ্ছন্তু	গচ্ছন্তু
মধ্যম পুরুষ	গচ্ছত	গচ্ছথ	গচ্ছথ	গচ্ছহ	গচ্ছথ
উত্তম পুরুষ	গচ্ছাম	গচ্ছাম	গচ্ছমহ*	গচ্ছমহ	গচ্ছমহ

ড. সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে উত্তম পুরুষের কোনো রূপ দেন নি। কিন্তু মুরারি মোহন সেন 'ভাষার ইতিহাস'-এ উত্তম পুরুষের রূপ দেখিয়েছেন। প্রাকৃত প্রবেশিকা। মু. আবদুল হাই ও পি. আর. বড়ুয়া এখানেও উত্তম পুরুষের রূপ আছে।

√ ক-কর

লট-বর্তমান কাল

একবচন			
	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
প্রথম পুরুষ	করোতি	করোতি	করোদি (শৌ.)
			কলেদি (মাগ.)
মধ্যম পুরুষ	করোষি	করোসি	করোসি (শৌ.)
			কলেশি (মাগ.)
উত্তম পুরুষ	করোমি	করামি	করামি (শৌ.)
			কলামি (মাগ.)

বহুবচন			
প্রথম পুরুষ	কুবন্তি	কুবন্তি	কুবন্তি
মধ্যম পুরুষ	কুরুথ	কুরুথ	কুরুথ (শৌ.)
			কলুথ (মাগ.)
উত্তম পুরুষ	কুর্ম্ভ	কুন্ম	কুন্মো

√ ক-কর

লোট-বর্তমান অনুষ্ঠা

একবচন			
	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত
প্রথম পুরুষ	করোতু	কুরুতু	করোদু (শৌ.)
		করোতু	কলোদু (মাগ.)
মধ্যম পুরুষ	কুরু	করোহি	করোসু
		কর	কলোশু (মাগ.)
উত্তম পুরুষ	করবাণি	করোমি	করামু
			কলামু (মাগ.)

বহুবচন				
প্রথম পুরুষ	কুর্বন্তু	কুর্বন্তু	করোন্তু	
		করোন্তু	কলোন্তু	(মাগ.)
মধ্যম পুরুষ	কুরুত	করোথ	করোধ	
			কলোধ	(মাগ.)
উত্তম পুরুষ	করবাম	করোম	করোম্হ	
			কলোম্হ	(মাগ.)

তৃতীয় অধ্যায়  
মখাদেব-জাতক  
[পালি]

॥ ১ ॥

মূল : অতীতে বিদেহরট্টে মিথিলায়ং মখাদেবো নাম রাজা অহোসি ধম্মিকো ধম্মরাজা। সো চতুরাসীতিবস্সসহস্সানি কুমারকীলং তথা ওপরজ্জং তথা মহারজ্জং কত্তা দীঘং অন্ধানং খেপেত্তা একদিবসং কল্পকং আমন্তেসি : যদা মে সম্ম কল্পক সিরস্মিং ফলিতানি পস্সেয়্যাসি অথ মে আরোচেয়্যাসীতি।

অনুবাদ : অতীতকালে বিদেহ রাষ্ট্রের মিথিলাতে মখাদেব নামক একজন ধার্মিক ধর্মরক্ষক রাজা ছিলেন। তিনি চুরাশি হাজার বছর বাল্যক्रीड़ा, যৌবরাজ্য এবং মহারাজ্যের কর্তব্য করে দীর্ঘকাল কাটিয়ে একদিন নাপিতকে ডেকে বললেন, ‘হে সৌম্য নাপিত, আমার মাথায় যখনই পাকা চুল দেখ তখনই আমাকে জানায়ো।’

শব্দের ব্যুৎপত্তি ও টীকা-টিপ্পনী

অতীতে—অতীতকালে।

বিদেহরট্টে—বিদেহ রাষ্ট্রে। ট্ট > রট্টে।

অহোসি—√ ভূ ধাতুর বিকল্প ‘হ্’। মধ্যম পুরুষের একবচন, অজ্জতনী (লুঙ)—র রূপ—অহোসি। ছিল।

মিথিলায়ং—মিথিলাতে। সপ্তমী বিভক্তির একবচন।

সো—সংস্কৃত সঃ > সো, প্রথম পুরুষের একবচন। সে।

চতুরাসীতিবস্স সহস্সানি—চৌরাসীতিবর্ষসহস্রং। চুরাশি হাজার বছর।

কুমারকীলং—কুমারক्रीड़ा। বাল্যক्रीড়া। আমোদ-প্রমোদ। ক्रीড়া > কীলং।

ওপরজ্জং—যৌবরাজ্য। যৌব > ওপ (পালিতে ঐ > ও হয়। ব > প হয়েছে।)

দীঘং — > দীর্ঘম্। দীর্ঘ।

অন্ধানং — > অধ্বানং। পথ। কাল।

খেপেত্তা— < ক্ষেপয়িত্বা। ক্ষেপণ করে। কাটিয়ে।

দীর্ঘ অন্ধানং খেপেত্বা — দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অথবা দীর্ঘকাল কাটিয়ে—পালি  
ইডিয়ম বা বাগধারা।

কল্পকং — < কল্পকম্। নাপিতকে। ২য়ার একবচন।

আমন্তেসি— আ-√ মন্ত্ = মন্ত্ + সি (মধ্যম পুরুষের একবচন। অজ্ঞতনী (লুঙ)।  
আমন্ত্ৰণ করলেন। ডেকে বললেন।

মে -- < ময়া। আমার।

কত্বা— √ কৃ—কর্ + ত্বা। অসমাপিকা ক্রিয়া। করে।

ফলিতানি— পলিত > ফলিত + নি (ক্লীবলিঙ্গের বহুবচন)।

সিরস্মিৎ—শির > সির + স্মিৎ—৭মীর একবচন। মাথায়।

পস্‌সেয্যাসি— √ দৃশ্—দিস্ বিকল্পে পস্‌স্ + এয্যাসি ৭মী বিধিলিঙ Optative। মধ্যম  
পুরুষের একবচন। দেখ।

আরোচেয্যাসি—আ—√ রুচ্। রুচ্ ধাতুর গিজন্ত ক্রিয়া—রচি + এয্যাসি। ৭মী বিধিলিঙ  
Optative। মধ্যম পুরুষের একবচন। জানায়ে।

## ॥ ২ ॥

মূল : কল্পকোপি দীর্ঘং অন্ধানং খেপেত্বা একদিবসং রুণ্ণেণা অগ্নন বগ্নানং কেসানং অন্তরে  
একং এব ফলিতং দিস্বা “দেবো, একং তে ফলিতং দিস্‌সতী” তি আরোচেসি। “তেন হি মে  
সম্ম তং ফলিতং উদ্ধরিত্বা পাণিমহি ঠপেহী”তি চ বুস্তো সুবগ্ন সগাসেন উদ্ধরিত্বা রুণ্ণেণা  
পাণিমহি পতিট্ঠাপেসি।

অনুবাদ : নাপিতও দীর্ঘকাল কাটিয়ে একদিন রাজার কালোবর্ণের চুলগুলোর মধ্যে একটি  
পাকা চুল দেখে রাজাকে জানালো, ‘হে দেব, একটা পাকা চুল দেখা যাচ্ছে।’ ‘তবে হে সৌম্য,  
তা তুলে আমার হাতে রাখ’—একথা বলাতে সে সোনার চিমটা (সাঁড়াশি) দিয়ে তা তুলে  
রাজার হাতে রাখল।

## শব্দার্থ ও টীকা

রুণ্ণেণা—রাজন্ > রাজা। ষষ্ঠীর একবচন। রাজার।

দিস্বা— √ দৃশ্—দিস্ + ত্বা। অসমাপিকা ক্রিয়া। দেখে।

দিস্‌সতি— √ দৃশ্—দিস্ বিকল্পে দিস্‌স্ + তি। বর্তমান কাল (লট)। প্রথম পুরুষ  
একবচন। দেখা যাচ্ছে।

আরোচেসি— আ— √ রুচ্ + ই অজ্ঞতনী প্রথম পুরুষের একবচন। পালিতে সংস্কৃত  
রুচ্ ধাতুর অর্থ—পরিবর্তন ঘটেছে। সংস্কৃত অর্থ—দীপ্তি পাওয়া। এখানে  
অর্থ—জানানো (to inform)।



সম্ম— < সৌম্য। ও > অ হয়েছে। ম্য > ম্ম (সমীভবন)।

উদ্ধরিহা— < উদ্ধার। ‘হা’ অসমাপিকা ক্রিয়া। উদ্ধার করে।

পাণিমহি—সর্বনাম শব্দের সপ্তমীর একবচনের রূপ সাদৃশ্যে পাণিম্মিন্। ন্-অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত। ‘ম্মি’ বিপর্যাস সমীকরণের নিয়মানুযায়ী—মহি। সুতরাং পাণিম্মিন্ > পাণিমহি। হাতে।

ঠাপেহি—√ স্থা + গিচ্। লোট্ মধ্যম পুরুষের একবচনে ‘হি’। সাধারণত যুক্তব্যঞ্জন পালিতে প্রথমে বসে না। সেজন্য স্থা > ঠা। স্বতো মূর্ধন্যীভবন। স্থাপন কর।

বুস্তো—বি-বচ্ + ক্ত। সংস্কৃত ‘বুস্ত’। বুস্তঃ > বুস্তো। বলা হলে।

সগ্তাসেন—< সংদংশেন। ‘দ’-এর মূর্ধন্যীভবন এবং পরবর্তী অনুস্বার লোপ, পূর্বস্বরের দীর্ঘতা। ওয়ার একবচন। সাঁড়াশি দিয়ে। চিমটা দিয়ে।

পতিট্ঠাপেসি—প্রতি—স্থা (ট্ঠা) + গিচ্। অজ্জতনী (লুঙ) প্রথম পুরুষের একবচন ‘ই’। প্রতিস্থাপন করল। রাখল।

বগ্নানং—বর্ণ > বগ্ন + আনং। ষষ্ঠীর বহুবচন। বর্ণের, রঙের।

কেসানং—কেশ > কেস + আনং। ষষ্ঠীর বহুবচন। কেশের। চুলের।

## ১১৩১১

মূল : তদা রণ্ডেঞা চতুরাসীতিবস্‌সসহ্‌স্‌সানি আয়ুং অবসিট্ঠং হোতি। এবং সন্তে পি ফলিতং দিস্বা ব মচ্ছুরাজানং আগন্ত্বা সমীপে ঠিতং বিষ অন্তানং আদিস্তপনুসালং পবিট্ঠং বিষ চ মণ্ডেঞমানো সংবেগং আবজ্জিত্বা ‘বাল মখাদেব, যাব ফলিতস্‌স’ উল্লাদা ব ইমে কিলেসে জ্জহিতুং নাসকখী” তি চিস্তেসি। তস্‌স’ এবং ফলিতপাতুভাবং আবজ্জন্তস্‌স আবজ্জন্তস্‌স অন্তোদাহো উল্লজ্জি।

অনুবাদ : সে সময় রাজার চুরাশি হাজার বছর আয়ু অবশিষ্ট আছে। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও পাকা চুল দেখে রাজার মনে হলো, মৃত্যুরাজ যেন পাশে উপস্থিত ; তিনি যেন জ্বলন্ত পর্ণশালায় প্রবেশ করেছেন। এভাবে উদ্ভিগ্ন হয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, ‘মুখ মখাদেব, পাকা চুলের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত তুমি এককল (সাৎসারিক) ক্লেশ ত্যাগ করতে সমর্থ হ’লে না।’ এভাবে পাকা চুলের কথা চিন্তা করতে করতে তাঁর অন্তর্দাহ উপস্থিত হলো।

## শব্দার্থ ও টীকা

অবসিট্ঠং—অবশিষ্ট। ট্ঠ > ট্ঠা।

হোতি—√ ভূ—বিকল্পে ‘হ’ > হো + তি। বর্তমান কাল (লট্)। প্রথম পুরুষের একবচন। আছে।

মচ্ছু রাজানং—মৃত্যুরাজ। মৃত্যু > মচ্ছু। ষষ্ঠীর বহুবচন।

আগন্ত্বা—আ-√ গম্ + ত্বা। অসমাপিকা ক্রিয়া। এসে।

ঠিতং—স্থিতং ; সংযুক্ত ব্যঞ্জন শব্দের শুরুরূপে বসে না। তাই ‘স’ লোপ। ধ > ঠ  
মূর্ধন্যীভবন।

সন্তে—√ অস্ (হওয়া) > স + অস্তে। বর্তমান কাল (লট)। প্রথম পুরুষের বহুবচন।  
আত্মনেপদের বিভক্তি। হওয়া।

আদিত্তপণ্ডসালং—< আদিত্য পর্ণশালং। আদিত্য = সূর্য। এখানে প্রজ্জলিত, প্রদীপ্ত।  
পর্ণশালা = কুঁড়ে ঘর।

পবিট্ঠং—< প্রবিষ্ট। ধাতুর উত্তর ‘অং’ প্রত্যয় যোগে বর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক  
বিশেষণ (Present Participle) গঠিত। (যেমন √ লভ্ + অং = লভং। √  
কর্ + অং = করং)। প্রবেশ করে।

সংবেগ—সংস্কৃত ‘সমবেগ’। আবেগ, উদ্বেগ, ভয়। পালিতে সংবেগের কারণ আট রকম  
: জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যু, ভয় এবং বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সংসারের  
ভয়।

আবজ্জিত্তা—আ-√ ব্জ্ + ত্তা। অসমাপিকা ক্রিয়া। প্রাপ্ত হয়ে।

যাব—< যাবৎ। যে পর্যন্ত।

উপ্পাদা—উৎপন্ন। উৎপাদাৎ > উপ্পাদা। ৎ ও প-এর সমীভবন। পালিতে অন্ত্যব্যঞ্জন থাকে  
না। তাই ‘ৎ’ পদান্তে লোপ।

কিলেসে—< ক্লেশ। স্বরভক্তি। দুঃখসমূহ।

জহিতুং—জ্ + √ হা (ত্যাগ করা, মুক্ত হওয়া) > হি + তুং (নিমিত্তার্থক ক্রিয়া  
Infinitive)। ত্যাগ করতে, মুক্ত হতে।

নাসক্খী—সক্ষম না হওয়া, সমর্থ না হওয়া।

চিস্তেসি—চিস্ত + অজ্জতনী প্রথম পুরুষের একবচন ‘ই’। চিন্তা করলেন।

পাতুভাবং—< প্রাদুর্ভাবং। ঘোষবর্ণ ‘দ’-এর অঘোষপ্রাপ্তি। পৈশাচীতেও অনুরূপ  
পরিবর্তন হয়ে থাকে। আবির্ভাব।

আবজ্জন্তুস্—আ-√ ব্জ্ + গিচ্ শত্। ৬ষ্ঠীর একবচন। (শত্ = অন্ত)। চিন্তা করতে  
করতে।

অন্তোদাহে—অন্তঃ + দাহঃ। অন্তঃ > অন্তো। দাহঃ > দাহো। অন্তর্দাহ। অন্তর্জ্বালা।

উপ্পজ্জি—উৎ + পজ্জতি। সংস্কৃত উৎপদ্যতে। অতীতকাল। উৎপন্ন হলো।

মূল : সরীরা সেদা মুচ্ছিৎসু। সাটকা পীলেত্বা অপনেতব্বাকারপ্পত্তা অহেসুং। সো ‘অজ্জ’এব  
ময়া নিক্খমিত্তা পববজ্জিতুং বট্ঠতী” তি কপ্পকস্স সতসহস্সুট্ঠানং গামবরং দত্তা  
জেট্ঠপুত্তং পক্কোসাপেত্তা ; “তাত, মম, সীসে ফলিতং পাতুভুতং, মহল্লকো’ম্হি জাতো।  
ভুত্তা খো পন মে মানুসকা কামা। ইদানি দিব্বকামে পরিযেসিস্সামি। নেক্খম্মকালো ময়্ হং

ত্বং ইমং রজ্জ্বং পটিপজ্জ। অহং পন পববজ্জিত্বা মখাদেবস্ববনউয়্যাণে বসন্তো সমন ধম্মং করিস্সামী” তি আহ।

অনুবাদ : শরীর থেকে ঘাম বের হলো। কাপড়াদি ভিজে পীড়াজনক হওয়ায় অপনয়নযোগ্য হলো। ‘আজই গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্য আমার যাওয়া উচিত’ এই ভেবে তিনি নাপিতকে শত সহস্র আয়যুক্ত (এক লক্ষ শুদ্ধ আদায়যোগ্য) শ্রেষ্ঠ গ্রাম প্রদান করে জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডেকে বললেন, ‘বৎস, আমার মাথায় পাকা চুল আবির্ভূত হয়েছে। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। মানুষের কাম্য আমি ভোগ করলাম। এখন দিব্যকামনার (স্বর্গীয় সুখের) সন্ধান করব। আমার নিষ্ক্রমণকাল উপস্থিত, তুমি এই রাজ্য গ্রহণ কর। আমি প্রব্রজ্য গ্রহণ করে মখাদেবের আমবাগানে বাস করে শ্রমণ ধর্ম পালন করব’—এভাবে বললেন।

### শব্দার্থ ও টীকা

সেদা— < শ্বেদ। ঘাম।

মুক্তিংসু— √ মুচ্ + ইংসু। অজ্জতনী (লুঙ)। প্রথম পুরুষের বহুবচন। নির্গত হলো, বের হলো।

সাটকা—কাপড়, বস্ত্রাদি।

পীলেত্বা— < পীড়য়িত্বা। ভিজে পীড়াজনক হওয়া। ‘ত্বা’ অসমাপিকা ক্রিয়া।

অপনেতব্বকারম্ভস্তা— < অপনেতব্যাকারং প্রাপ্তা। Fit for removal। রাজ্যবেশ পীড়াদায়ক ও ত্যাগ্য—এখানে রাজ্যের এটাই বস্তুব্য।

অহেসুং— √ ভূ > ভব > অহ (অহস) + উৎ। অজ্জতনী (লুঙ) প্রথম পুরুষের বহুবচন। হলো।

নিক্খমিত্বা—নিষ্ক্রমঃ > নিক্খম + ত্বা। অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund)। ক্ষ > ক্ষ > ক্খ (সমীভবন)। নিষ্ক্রমণ করে।

পববজ্জিতুং—প্রব্রজ্য > পববজ্জি + তুং (নিমিত্তার্থক ক্রিয়া)। প্রব্রজ্য গ্রহণ করতে।

বট্ঠতি— < বর্ষতে। র-কারের প্রভাবে মূর্ধন্যীভবন। উচিত।

উট্ঠানং— < উত্থানং; থ > ট্ঠ (স্বতোমূর্ধন্যীভবন)। আয় (income)।

সতসহস্ + উট্ঠানং—স্বরসন্ধি। ‘উ’-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত। শতসহস্র আয়যুক্ত।

গামবরং—শ্রেষ্ঠ গ্রাম, সুন্দর গ্রাম।

দত্বা— √ দা—দ + ত্বা। বর্তমান কাল ক্রিয়াবাচক বিশেষণ। দিয়া। প্রদান করে।

পক্কোসাপেত্বা—প্র- √ ক্রুস্ + ত্বা (গিজন্ত ক্রিয়া)। ডাকিয়ে।

সীসে— < শীর্ষে। শিরে, মাথায়।

মহল্লকো—মহৎ + লোকঃ = মহল্লোকঃ > মহল্লকো। অন্তর্বর্তী ও-কার অ-কার হয়েছে। পদান্ত বিসর্গ ও-কার হয়েছে। বৃদ্ধ।

ভুত্তা— √ ভূক্ (সৎ ভুক্ত)। অতীতকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ। ভোগ করলাম।

মহি—√ অশ্মি ; শ্বাসাঘাতের অভাবে আদিষ্বর লোপ শ্মি > মহি ; সমীকরণের নিয়মে নাসিক্যবর্ণ আগে এসেছে, উষ্মবর্ণ ‘হ’ হয়ে বিপর্যয়ের ফলে পরে গিয়েছে।  
অথবা মহল্লাকো + অশ্মি > মহল্লাকো + অমহি। স্বরসন্ধিতে পরবর্তী স্বরের লোপ।

জ্ঞাতো‘মহি—< জ্ঞাতোশ্মি। আমি হয়েছি।

মানুসকা কামা—মানুষের কাম্য।

ইদানি—এখন।

দিব্বকামে—< দিব্যকামনা। স্বর্গীয় সুখ।

পরিবেশিস্সামি—পরি—√ ইয়্ + স্সামি। ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষের একবচন।  
সন্ধান করব।

নেক্‘শ্মকালো—নৈশ্চম্য (নিশ্চম + ষ্য)। ঐ > এ হয়েছে। ষ্ > ক্খ (সমীভবন)।  
ধাতুর আগে উপসর্গ থাকলে স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতা হয় না। সুতরাং ষ্ > ক্  
হওয়াই নিয়মসঙ্গত।

তুৎ—< যুশ্মদ। ২ য়ার একবচন। তুমি।

পটিপজ্জ—সৎ প্রতিপদ্যস্ব > পতিপজ্জ। প্র > প (র-ফলা পালিতে নেই। তি > টি  
(মূর্ধন্যীভবন, পূর্বের র-ফলার প্রভাবে। দ্য > জ্জ (সমীভবন)। পঞ্চমী,  
মধ্যম পুরুষের একবচন। গ্রহণ কর।

মম—আমার। √ অশ্মদ্ > অমহ। ৬ষ্ঠীর একবচন।

পব্বজ্জিত্তা—প্রব্রজ্য > পব্বজ্জি + ত্তা। অসমাপিকা ক্রিয়া। প্রব্রজ্য গ্রহণ করে।

উয়্যানে—উদ্যানে। বাগানে।

বসন্তো—√ বস্ + অন্ত। নর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ—Present Participle।  
বাস করে।

করিস্সামি—√ কর্ + স্সামি। ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষের একবচন। করব।

আহ—√ অস্—অহ্ ধাতুর মধ্যম পুরুষের একবচন। লিট্ Past Perfect। পালিতে  
ব্যবহার কম। বলল।

## ॥ ৫ ॥

মূল : তৎ এবং পব্বজ্জিত্তুকামং অমচ্চা উপসংকমিত্ত্বা, “দেব কিং তুম্হাকং পব্বজ্জাকারণ”ন্তি  
পুচ্ছিৎসু। রাজা ফলিতং হন্তেন গহেত্ত্বা অমচ্চানং গাথং আহ :

“উত্তমঙ্গরুহা ময়হং ইমে জাতা বয়োহরা,  
পাতুন্তুতা দেবদুতা, পব্বজ্জা সময়ো ষমা”তি।

অনুবাদ : তাঁকে এভাবে প্রব্রজ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক দেখে অমাত্যগণ উপস্থিত হয়ে  
জিগেস্য করলেন, ‘দেব, আপনার প্রব্রজ্যার কারণ কি?’ রাজা পাকা চুলটি হাতে নিয়ে  
অমাত্যদের উদ্দেশ্যে গাথায় বললেন :

“আমার মাথায় বয়সহরণকারী পাকা চুল জন্মেছে। দেবদূতেরা (মৃত্যুদূতেরা) এসেছে, (এখন) আমার প্রব্রজ্যার সময়।”

### শব্দার্থ ও টীকা

পুচ্ছিংসু—√ পৃচ্ছ—পৃচ্ছ + ইংসু। অজ্ঞতনী (লুঙ)। প্রথম পুরুষের বহুবচন। জিগ্যেস করল।

অমচা—অমাত্যেরা।

উপসংক্রমিত্বা—উপ + সং + ক্রম + ত্বা (অসমাপিকা ক্রিয়া)। উপস্থিত হয়ে।

তুমহাকং—√ যুম্ভদ > তুমহ, ২য়ার বহুবচন। আপনি।

পববজ্জাকারণন্তি প্রব্রজ্যা > পববজ্জা + কারণং + ইতি (সন্ধি—কারণন্তি)। প্রব্রজ্যার কারণ।

হথেন—হন্ত > হথ + এন (৩য়ার বহুবচন)। হাত দিয়ে। হাতের দ্বারা।

গহেত্বা—গ্রহণ > গহ + ত্বা (অসমাপিকা ক্রিয়া)। লইয়া (নিয়ে)।

উত্তমঙ্গ—উত্তম + অঙ্গ = উত্তমঙ্গ (সন্ধি)। শ্রেষ্ঠ অঙ্গ অর্থাৎ মাথা।

উত্তমঙ্গ রুহা—উত্তমঙ্গ + আ—√ রুহ্। মাথার উপরে স্থিত।

মযহং—√ অম্ভদ > অম্হ, ৬ষ্ঠীর একবচন। আমার।

বয়োহরা—বয়ঃ > বয়ো, হরণং > হরা। বয়সহরণকারী।

পাতুভূতা—প্রাদুভূত। ঘোষবর্ণ ‘দ’-এর অঘোষত্ব (ত)। উপস্থিত হয়েছে। এসেছে।

দেবদূতা—< দেবদূতম্। মৃত্যুদূত।

পববজ্জাসময়ো < প্রব্রজ্যাসময়ং। প্রব্রজ্যার সময়।

মমাতি—মম+ইতি। স্বরসন্ধি। স্বরের পর স্বর থাকলে একটি স্বর লোপ পায়, আগের স্বর, দীর্ঘ হয়। ‘ই’ লোপ ও ‘মম’ হয়েছে ‘মমা’। আমার।

॥ ৬ ॥

মূল : সো এবং বত্বা তং দিবসং এব রজ্জং পহায় ইসিপববজ্জং পববজ্জিত্বা তস্মিং এব মখাদেব অশ্ববনে বিহরন্তো চতুরাসীতিবস্‌সহস্‌সানি চন্তারো ব্রহ্মবিহারে ভাবেত্বা অপরিহীনজ্ঞানে ঠিতো কালং কত্বা ব্রহ্মলোকে নিবন্তিত্বা পুন ততো চুতো মিথিলায়ং য়েব নিমি নাম রাজা হত্বা ওসক্কমানং অন্তনো বৎসং ঘট্টেত্বা তথ্ এব অশ্ববনে পববজ্জিত্বা ব্রহ্মবিহারে ভাবেত্বা পুন ব্রহ্মলোকুপগো ব অহোসি।

অনুবাদ : এই ব’লে তিনি সেদিনই রাজ্য ত্যাগ ক’রে ঋষিসুলভ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। সেই মখাদেবের আমবাগানে বিহার করতে করতে চুরাশি হাজার বছর চারটি ব্রহ্মবিহারে অবস্থিত থেকেও ধ্যান অপরিষ্কীর্ণ (ধ্যান ক্ষয় না ক’রে) অবস্থায় সময় পেয়ে তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। তারপর সেখান থেকে চ্যুত হয়ে মিথিলায় নিমি নামে রাজা হয়ে

ক্ষীয়মাণ নিজ বংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে সেভাবে পুনরায় সেই আমবাগানে প্রব্রজ্যা বাসের পর ব্রহ্মবিহারে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং পুনরায় ব্রহ্মলোকগামী হলেন।

### শব্দার্থ ও টীকা

বত্বা—√ বচ্ + ত্বা, অসমাপিকা ক্রিয়া। বলিয়া (বলে)।

তৎ—< তদ্। সেই। ২য়ার একবচন।

পহায়—প্র-√ হা + ল্যপ্ > প্রহায় > পহায়। ত্যাগ করে।

ইসিপববজ্জৎ—ঋষি > ইসি। ‘ঋ’ পালিতে নেই, ‘ই’ হয়েছে। ‘ষ’ নেই, ‘স’ হয়েছে।

পববজ্জৎ > প্রব্রজ্যা। ঋষিসুলভ প্রব্রজ্যা।

পববজ্জিত্বা—প্রব্রজ্যা > পববজ্জি+ত্বা। অসমাপিকা ক্রিয়া। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে।

তস্মিং—√ তদ্ > তস্মিং। ৭মীর একবচন। সেই।

তস্মিং এব = তস্মিন্ + এব। নিগ্গহীত সন্ধি। ন্ > এ।

বিহরন্তো—বিহার-অন্ত। বর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ। বিহার করতে করতে।

চত্তারো—< চত্তারঃ। চার প্রকার।

ব্রহ্মবিহারে—ব্রহ্মবিহার। চার প্রকার ব্রহ্মবিহার—মৈত্রী, কৰুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

ভাবেত্বা—ভাবনা + ত্বা। অসমাপিকা ক্রিয়া। ভাবনায় রত থেকে, অবস্থিত থেকে।

অপরিহীনজ্বানো—অপরিহীনধ্যান। যে ধ্যান নষ্ট হয় না বা শেষ হয় না। ধ্যান > জ্বান।

ঠিতো—< স্থিতঃ। স্থ > ঠি। যুক্ত ব্যঞ্জননের আদিবর্ণ লোপ। থ > ঠ (মূর্ধন্যীভবন)। স্থিত থাকা, অবস্থায় থাকা।

ততো—সেখান থেকে। ৫মীর একবচন।

হত্বা—√ ভূ-বিকল্পে ‘ছ’ + ত্বা। অসমাপিকা ক্রিয়া। হইয়া (হয়ে)।

কালং কত্বা—সময় পেয়ে।

নিব্বত্তিত্বা—নিঃ + √ বৃৎ + ত্বা। অসমাপিকা ক্রিয়া। জন্মগ্রহণ করে।

চুতো—< চ্যুতঃ। পতিত হয়ে।

ওসক্কমানং—অবশ্যাক্যমান। অবশ্য + ক্যচ্ + কর্মবাচ্যে শানচ্—নামধাতু। ক্ষীয়মাণ।

ঘটেত্বা—< ঘটয়িত্বা। শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে, বাড়িয়ে। এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে সংযোগ করা।

তথ এব—সেই রূপে।

ব্রহ্মলোকূপগো—ব্রহ্মলোক + উপগতঃ—স্বরসন্ধি। ‘উ’-কার পূর্বের স্বরের সাথে যুক্ত।

পদান্ত ব্যঞ্জন লোপ এবং বিসর্গ লুপ্ত হয়ে ও-কারে রূপান্তর। ব্রহ্মলোকগাথা বা ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করল।

চতুর্থ অধ্যায়  
ধীবর ও নগররক্ষী  
[ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের একটি অংশ ]  
[ মাগধী ]

মূল ১

প্রথম নগররক্ষী	হণ্ডে কুন্তিলআ ! কধেহি, কহিৎ তএ এশে মহালদণ ভাশুলে উক্খিণ্ণ-গাম কখলে লাঅকীএ অঙ্গুলীএ শমাশাদিদে ?
ধীবর	পশীদন্ত ভাবমিশ্শা। ৭ হগে ঈদিশ্শ অকয্যশ্শ কালকে।
দ্বিতীয় নগররক্ষী	কিং ৭ কখু শোহণে বস্মণে শি স্তি কদুঅ লএঞ্জা দে পলিগগহে দিপ্পে ?
ধীবর	শুণ্ধ দাব। হগে কখু শক্কাবদাল বাশী ধীবলে।

অনুবাদ

প্রথম নগররক্ষী	ওহে চোর, বল কোথায় তুই এই মহারত্নোজ্জ্বল নামাক্ষর খোদিত রাজকীয় আংটি পেয়েছিস্ ?
ধীবর	মহাশয়গণ, প্রসন্ন হোন। আমি এই অকার্যের কারক নই।
দ্বিতীয় নগররক্ষী	তা হ'লে কি তুই সদব্রাহ্মণ মনে করে রাজা তোকে এই উপহার দিয়েছেন ?
ধীবর	তবে শুনুন। আমি শত্রুবতারবাসী ধীবর।

শব্দের ব্যুৎপত্তি ও টীকা

হণ্ডে সম্ভোধনসূচক অব্যয়। শব্দটি সম্ভবত দেশী।

কুন্তিলআ— < কুন্তীরক। মাগধী প্রাকৃতে সম্ভোধনের একবচন। মাগধী প্রাকৃতে অ-  
কারান্ত শব্দ আ-কারান্ত হয়। যেমন—হে পুলিশা (হে পুরুষ)। কুমীর।  
এখানে 'চোর' অর্থে। র > ল (মাগধীর বৈশিষ্ট্য)

কধেহি—কথয় > কথেহি > কথেহি। বর্তমান অনুজ্জা (লোট) Imperative, মধ্যম  
পুরুষের একবচন। বল।

তএ— < ত্বয়া। তৃতীয়ার একবচন। তোমার দ্বারা।

এশে— < এষঃ। এই। ষ > শ (মাগধীর বৈশিষ্ট্য)।

মহালদণ— < মহারত্ন। মাগধীতে ‘র’ ‘ল’ হয়। রত্ন > লদণ। ত > দ (ঘোষীভবন)। ন > ণ।

ভাশুলে— < ভাসুর। মাগধীতে অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে ‘এ’ হয়। স > শ (মাগধীতে সবসময় ‘শ’ হয়।) র > ল (মাগধীর বৈশিষ্ট্য)।

উক্কিণ্ণ গাম্ কথলে— < উৎকীর্ণ নামাক্ষরঃ। নামাক্ষর খোদিত। উৎকীর্ণ > উক্কিণ্ণ (ৎক > ক্—সমীভবন; ণ > ণ্ণ। ক্ষ > ক্খ। অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে ‘এ’। র > ল।

লাঅকীএ— < রাজকীয়। মাগধীতে ‘র’ ‘ল’ হয়।

অঙ্গুলীঅ— < অঙ্গুরীয়ক। আংটি।

শামাশাদিদে— < সমাসাদিতঃ (মম্ + আ + সদ)। সর্বত্র ‘শ’ মাগধীর বৈশিষ্ট্য। পেয়েছি।

পশীদন্ত— < প্রসীদন্ত। লোট, প্রথম পুরুষের বহুবচন। প্রসন্ন হোন।

হগে— অস্মদ্ > অম্হ > অহম্ + স্বার্থে ‘ক’ (প্রথমার একবচন) > অহকে > হগে।  
আদিস্বর লোপ। ক > গ (ঘোষীভবন)। আমি।

ঈদিশশশ— < ঈদৃশস্য। এরূপ। ষষ্ঠীর একবচন।

অকয্যশশ— < অকার্য্যশ্য। অকাজের (কুকর্মের)। প্রাকৃতে য-ফলা নেই। সেজন্য কার্য্য > কয্য। স্য > শশ।

কালকে— < কারকঃ। র > ল। কারক।

ণুকথু— ণ খলু। তবে।

শোহণে— < শোভনঃ। সৎ, সাধু। ভ > হ।

বস্মণে— < ব্রাহ্মণঃ। র-ফলা লোপ। স্ম > স্ম। পদান্ত অ-জাত বিসর্গ ‘এ’-কারে রূপান্তর।

শি— < অসি। আদিস্বর লোপ। সি > শি (মাগধীর বৈশিষ্ট্য)। ভবসি > অসি। হও।

কদুঅ— √ কৃ + ত্বা (প্রাকৃতে ‘উঅ’ অসমাপিকা ক্রিয়া)। কৃত্বা > কদুঅ। করিয়া (ক’রে)।

লঞঞা— < রাজ্ঞা। রাজা কর্তৃক, রাজার দ্বারা। তৃতীয়ার একবচন।

পলিগ্গহে—প্রতিগ্রহঃ > পডিগ্গহো > পলিগ্গহে। পারিতোষিক। উপহার।

দিগ্গে— < দন্তঃ। প্রদন্ত। আদিস্বরলোপ দি > দ। স্ত > ণ্ণ (মূর্ধন্যীভবন)। পদান্ত বিসর্গ ‘এ’  
কারে রূপান্তর।

শুগুধ— √ শ্ৰ লোট + থ। শুনুন। প্রাকৃতে ‘থ’ ‘ধ’ হয়।

দাব— < তাবৎ। অব্যয়। তাহ’লে।



শঙ্কাবদালবাশী— < শঙ্কাবতারবাসী। ক্র > ক (সমীভবন)। র > ল। সী > শী। সবই মাগধীর বৈশিষ্ট্য।

ধীবলে—ধীবরঃ (প্রথম বিভক্তির কৃষ্ণাকারকের একবচনে ‘এ’ হয়েছে।)

## মূল ২

দ্বিতীয় নগররক্ষী হণ্ডে পাডচ্চলা, কিং তুমং অম্‌হেহি যাদিং বশদিং চ পুচ্চিদে ?  
 তত্ত্বাবধায়ক সূঅঅ ! কধেদু সর্বং কমেণ, মা গং পড়িবন্ধেখ।  
 উভয়ে যং লাউসে আগবেদি। লবেহি লে লবেহি।  
 ধীবর শে হগে যাল বড়িশ-গুহুদীহিং মশ্চ-বন্ধণো বাএহিং কুডুস্ব-ভলগং কলেমি।

## অনুবাদ

দ্বিতীয় নগররক্ষী ওহে সিধেল চোর, আমরা কি তোকে জাতি ও বসতির কথা জিজ্ঞেস করেছি ?  
 তত্ত্বাবধায়ক সূচক, ওকে সব কথা ক্রমশ বলতে দাও। ওকে বাধা দিও না।  
 উভয়ে আপনি যেমন আদেশ করেন। বলরে বল।  
 ধীবর আমি এই জাল-বড়িশি প্রভৃতি মাছ শিকারের উপকরণের সাহায্যে পরিবারের ভরণপোষণ করি।

## শব্দার্থ ও টীকা

পাডচ্চলা— < পাটচ্চরা। সম্ভোধনের একবচন। ট > ড ঘোষীভবন। র > ল সম্ভোধনের একবচনে ‘আ’। সিধেল চোর।

তুমং—√ ত্বম্ > ত্বং > তুমং। মধ্যম পুরুষের প্রথমার একবচন। তুই।

অম্‌হেহি— < অস্মাভিঃ। আমরা। তৃতীয়ার বহুবচন। ভ > হ। অ-কার ভিন্ন স্বরের পরে বিসর্গ লুপ্ত হয়।

যাদিং— < জাতিম্। জ > য। ত > দ। পদান্ত ব্যঞ্জ রূপান্তর।

বশদিং— < বসতিম্। স > শ। ত > দ। পদান্ত ব্যঞ্জ রূপান্তর। বাসস্থান।

পুচ্চিদে— < পুচ্ছিতঃ। প্রথম পুরুষ একবচন। ত > দ; প্রথমার একবচনে ‘এ’। ছ > শ মাগধী প্রাকৃতির বৈশিষ্ট্য। জিজ্ঞেস করছি।

সূঅঅ— < সূচক। গুণ্ডচর। সম্ভোধন পদ।

কধেদু— < কথয়তু। লোট, প্রথম পুরুষের একবচন। ধ > ধ। ত > দ। বলুন। বলতে দাও।

সর্বং— < সর্ব। সব কথা।

কমেণ— < ক্রমেণ। ক্রমশ। আনুপূর্বিক।

পডিবন্ধেধ— < প্রতিবন্ধয়থ (সং)। লোট (বর্তমান অনুজ্ঞা)। মধ্যম পুরুষের বহুবচন।  
প্রতিবন্ধকতা কোরো না। বাধা দিও না।

যৎ— < যদ্। যেমন যাহা।

লাউস্তে—রাজপুত্রঃ > রাজপুস্তো (পা.) > রাজউস্তো (শৌ.) > লাউস্তে। রাজপুত্র।

আণবেদি— < আঞ্জাপয়তি। আঞ্জা করেন, আদেশ করেন। বর্তমান কাল (লট) প্রথম পুরুষ একবচন।

জ্ঞ > গ্ন > গ স্পর্শবর্ণের পরে অনুনাসিক থাকলে উক্ত স্পর্শবর্ণের সাথে অনুনাসিক বর্ণটি সমীভূত হয়। যেমন—অগ্নি > অগ্নি। সপত্নী > সবন্তি। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম জ্ঞ+ঞ > জ্ঞজ্ কিংবা এঞ কোনোটাই হয় নি, হয়েছে ‘গ্ন’ > গ। এরকম উদাহরণ আরো আছে। যেমন—অনভিজ্ঞ > অগ্নিগ্ন। যজ্ঞ > জগ্ন। (প্রাকৃত প্রবেশিকা, পৃ. ২৪)।

লবেহি—√ লপ্ (বলা, আলাপ করা) > লব + এহি (লোট—মধ্যম পুরুষ একবচন)।  
এখানে তুচ্ছার্থে—বল্।

শে— < সঃ। এই। সর্বনাম।

যাল— < জাল।

বড়িশ— < বড়িশি।

যালবড়িশ্লহদীহিং— < জালবড়িশ প্রভৃতিভিঃ। জালবড়িশি প্রভৃতির সাহায্যে।

মশ্চবন্ধগো বাএহিং— < মৎস্য বন্ধনোপায়ৈঃ। মৎস্যবন্ধন উপায়ের দ্বারা। মাছ শিকারের দ্বারা।

কুটুম্বভলণং— < কুটুম্বভরণম্। ট > ড। র > ল। কুটুম্ব প্রতিপালন। পরিবার প্রতিপালন।

### মূল ৩

তত্ত্বাবধায়ক (হাসিয়া) বিশুদ্ধ দানিং দে আজীবো।

ধীবর ভট্টকে এবং মা ভণ।

“শহজে কিল যে বিগিন্দিদে গহ শে কস্ম বিবজ্জগী অএ,  
পশুমালণ কস্ম দালুণে অণুকম্পা মিদুএ বি শোস্তিএ।”

তত্ত্বাবধায়ক তদো তদো।

ধীবর অধ একাদিঅশং মএ লোহিদি মশ্চকে খণ্ডশো কস্মিদে। যাব তশ্শ উগল’বভন্তলে এবং মহালদণ ভাশুলং অঙ্গুলীঅং পেশ্কাযি।  
পশ্চা ইধ বিক্ক, অথং গং দংশঅন্তে যযেব গহিদে ভাবমিশ্শোহিং।  
এস্তিকে দাব এদশ্শ আগমে। অধুণা মালেধ কুট্টেধ বা।

## অনুবাদ

তত্ত্বাবধায়ক

(হেসে) তোমার জীবিকা বিশুদ্ধ বটে।

ধীবর

মহাশয়, এমন কথা বলবেন না। সহজাত বৃত্তি যা নিন্দনীয় হ'লেও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। শ্রোত্রিয়গণ অনুকম্পা হেতু মৃদু স্বভাব বিশিষ্ট হলেও পশুহত্যার মতো নিষ্ঠুর কাজ করতে হয়।

তত্ত্বাবধায়ক

তারপর তারপর।

ধীবর

তারপর একদিন আমি এক রুই মাছ খণ্ড খণ্ড করে কাটছিলাম। তখন তার উদরের মধ্যে এই মহারোগোজ্জ্বল আংটিটি দেখতে পেলাম। পরে বিক্রির জন্য এটা দেখানোর সময়েই মহাশয়গণ কর্তৃক আমি ধরা পড়েছি। এটুকুই এটার প্রাপ্তির বিবরণ। এখন আপনারা আমাকে মারুন অথবা কাটুন।

## শব্দার্থ ও টীকা

দানিং— &lt; ইদানীং। এখন।

আজীবো— আ-√ জীবঃ। জীবিকা।

ভট্টকে— &lt; ভর্তৃকঃ। ভৃ &gt; ট (মূর্ধন্যীভবন)। সম্ভোধনের একবচন। মহাশয়।

দে— &lt; তে। তোমার।

এবং— &lt; এবম্। এইরূপ। এমন।

মা ভণ— মা = না। ভণতি &gt; ভণই &gt; ভণ। বলবেন না। লোট, মধ্যম পুরুষ একবচন।

শহযে— &lt; সহজং। সহজাত।

কিল— &lt; ক্রীড়।

যে— &lt; য্যৎ। 'ৎ'-এর লোপ। তারপর প্রথমার একবচনে এ-কার যুক্ত হয়েছে। যাহা।

বিনিদ্দিদে— &lt; বিনিদ্দিতম্। নিন্দনীয়। নিন্দিত।

ণ ছ— ণ খলু &gt; ন খু (আদি অক্ষরে স্বর লোপ) &gt; ক্খু &gt; খু &gt; ছ। হ'লেও।

কম্ম— &lt; কর্ম। ম &gt; ম্ম (সমীভবন)।

বিবজ্জনীঅএ— &lt; বিবজনীয়কম্। পরিত্যাগের যোগ্য।

পশুমালণ— &lt; পশুমারণ। পশুহত্যা।

কম্ম দালুণে— &lt; কর্মদারুণঃ। কর্ম সম্পাদন হেতু দারুণ অর্থাৎ নিষ্ঠুর।

অণুকম্পা মিদুএ— &lt; অনুকম্পা মৃদুকঃ। অনুকম্পা হেতু। মৃদু চরিত্র বিশিষ্ট।

শোস্তিএ— &lt; শ্রোত্রিয়ঃ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

এক্খদিঅশং— &lt; একদিবসঃ। একদিন।

তদে— &lt; ততঃ। তারপর। বিসর্গ স্থানে 'ও' এবং 'ত' স্থানে 'দ' হয়েছে।

মএ—√ অস্মদ্। তৃতীয়ার একবচন।

লোহিদ মশ্চকে—< রোহিত মৎস্যকঃ। রোহিত মৎস্য। রুই মাছ। কর্মবাচ্যে প্রথমা।

খণ্ডশো—< খণ্ডসঃ। খণ্ড খণ্ড।

কন্নিদে—<কল্পিতঃ। ল্প> ল্প (পরাগত সমীভবন)।

খণ্ডশো কন্নিদে—খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটা।

যাব—< যাবৎ। তখন।

তশ্শ—< তস্য। তার।

উদলন্তুলে—< উদরম্ + অভ্যন্তরম্ = সন্ধি। র> ল (মাগধী প্রাকৃতে বৈশিষ্ট্য।  
উদরের ভিতরে। পেটের মধ্যে।

এদৎ—< এতম্। এই।

মহালদণ—< মহারত্ন। রত্ন> লদণ স্বরভক্তি।

বি—< অপি—দ্বিতীয় বর্ণে শ্বাসাঘাতের ফলে প্রথম বর্ণের লোপ। পরে 'প' > 'ব' হয়েছে  
(যৌষীভবন)। অব্যয়।

ভাশুলৎ—< ভাস্বর। উজ্জ্বল।

পেশ্কামি—< প্রেক্ষামি। ক্ষ> শ্ৰু—বিপর্যাস—'ক্ষ' শব্দ। 'মি' উত্তম পুরুষের  
একবচন। দেখলাম।

পশ্চ—< পশ্চাৎ। পরে।

ইধ—< ই। এই। সর্বনাম।

বিক্রঅখৎ—< বিক্রয়ার্থম্। বিক্রির জন্য। র্থ> খ (সমীভবন)।

ণৎ—< তম্। এটা।

দংশঅন্তে—√ দৃশ্ গিচ + শত্ প্রথমার একবচনে 'এ'। দর্শন অন্তে। দেখানোর সময়ে।

য্ য়েব—য্-শ্রুতি; শ্বাসাঘাতের প্রভাবে য-কারের দ্বিত্ব।

গহিদে—< গৃহীতঃ। ধৃত।

ভাবমিশ্শোহিং—< ভাবমিশ্রৈঃ। মহাশয়গণ কর্তৃক। কর্তায় ওয়া বিভক্তি। কর্তৃবাচ্য।

এন্তিকে—এতাবৎকঃ> এতাবক্কো> এতাবক্কো> এতিঅক্কে> এন্তিকে। এটুকুই।

এদশ্শ—< এতম্য। এটার।

আগমে—< আগমঃ। প্রাপ্তির।

অধুণা—এখন।

মালেধ—< মারয়ত। মধ্যম পুরুষে বহুবচন। বর্তমান কাল। মারুন।

কুট্টেধ—< কুট্টয়তঃ। সংস্কৃতে 'পেষণ' অর্থে 'কুট্টয়' ধাতুর মধ্যম পুরুষের বহুবচন।  
কাটুন।

## মূল ৪

তত্ত্বাবধায়ক	(আংটির ঘ্রাণ লইয়া) জাগুঅ, মচ্ছোদর-সংঠিদং তি গথি সংদেহো। তথা অঅং সে বিস্‌সগঙ্কো। আগমো দাণিং এদস্‌স বিমরিশিদিবেবা। তা এধ রাঅউলং য়েব গচ্ছম্‌হ।
রক্ষী	গশ্চ লে গণ্ঠিস্চৈদআ গশ্চ।
তত্ত্বাবধায়ক	সুঅঅ, ইধ গোউর দুআরে অগ্নমস্তা পড়িবালাধ মং জাব রাঅউলং পবিশিঅ নিঙ্কমামি।
উভয়	পবিশদু লাউস্‌তে শামিপ্পশাদথং।
তত্ত্বাবধায়ক	তদা।

## অনুবাদ

তত্ত্বাবধায়ক	(আংটিটির গন্ধ শূঁকে) জানুক, এটা যে মাছের পেটে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেজন্য এর থেকে কাঁচা মাছের গন্ধ বের হচ্ছে। এটা কিভাবে এখানে এলো তাই এখন তদন্ত করা দরকার। অতএব চল রাজবাড়িতে যাই।
রক্ষী	চল্‌রে গাঁটকাটা চল্‌।
তত্ত্বাবধায়ক	সূচক, আমি রাজবাড়ি থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই নগর দ্বারে সাবধানে আমার জন্য অপেক্ষা কর।
উভয়	রাজ্যর অনুগ্রহ লাভের জন্য আপনি (প্রাসাদে) প্রবেশ করুন।
তত্ত্বাবধায়ক	তাই হোক।

## শব্দার্থ ও টীকা

জাগুঅ—জানুক—পুলিশের নাম।

মচ্ছোদর—মৎস্য + উদর > মচ্ছোদর। সন্ধি। তত্ত্বাবধায়কের সংলাপ শৌরসেনী প্রাকৃতে।  
সেজন্য মৎস্য > মচ্ছ হয়েছে। মাছের পেটে।

সংঠিদং— < সংস্থিতম্‌। সমীভবনের নিয়মানুসারে ‘স্থি’ > ট্ঠি হয়েছে। পরে ‘ঠি’ হয়েছে।  
ছিল।

গথি— < নাস্তি। নেই। ন + অস্তি > নাস্তি। আদ্যস্বরের সঙ্গে সন্ধি।

সংদেহো— < সন্দেহ।

তথা— < তথা। সেজন্য।

সে— < অস্য। ইহার (এর)। আদিস্বরলোপ।

বিস্‌সগঙ্কো— < বিস্‌সগঙ্কঃ। আমিষগন্ধ। কাঁচা মাছের গন্ধ।

এদস্‌স— < এতস্য। এখন।

বিমরিসিদবেবা— < বি-√ মৃশ্ + গিচ্ + তব্য = বিমর্শিতব্য। স্বরভক্তি। পরীক্ষা করা উচিত। তদন্ত করা। দরকার।

তা— < তদ। তাহলে।

এধ— আ-ই + লোট মধ্যমপুরুষের বহুবচন > এধ > এধ। এসো।

রাউলৎ— < রাজকূলম্। রাজবাড়ি।

গচ্ছম্— √ গম্ > গচ্ছ + মহ—লোট, উত্তমপুরুষের বহুবচন (শৌরসেনী প্রাকৃতে)। যাই।

গশ্চ—√ গম্-গচ্ছ > গশ্চ। লোট। চল।

গষ্ঠিস্চেদআ— < গৃষ্ঠিস্ছেদক + সম্বোধনে 'আ'। 'ব'-ফলার প্রভাবে 'ন' > ণ হয়েছে। চ্ছ > শ্চ। থ > ঠ হয়েছে মূর্ধন্যীভবন। অস্ত্য 'ক' লুপ্ত। গাঁটকাটা। পকেট মারা।

লে— < রে। ওরে।

গোউর দুআরে— < গোপুর দ্বারে। নগরদ্বারে। পুরদ্বারে।

অন্নমস্তা— < অপ্রমস্ত। সাবধানে। প্র > ঞ (সমীভবন)।

পডিবালেধ— < প্রতিপালক। লোট, মধ্যমপুরুষের বহুবচন। অপেক্ষা কর। ত > ড মূর্ধন্যীভবন। থ > ধ ঘোষীভবন।

মৎ— < অস্মদ্। ২য়র একবচন। আমার।

জাব— < যাবৎ। যতক্ষণ।

পবিশিঅ— < প্রবিশ্য। প্রবেশ করে।

নিক্শমামি— < নিক্শমামি। ক্ষ্ণ > ক্ ; উপসর্গ থাকার কারণে স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতা হয় নি। স্পর্শবর্ণের সঙ্গে উষ্মবর্ণের সমীভবন হয়েছে। তিন ব্যঞ্জননের সংযোগ হয় না, তাই র-ফলা লুপ্ত। নিক্শমণ করব। বের হব।

পবিশদু— প্র √ বিশ্ + দু—লোট, প্রথম পুরুষ একবচন। প্রবেশ করুন।

শামিগ্নশাদৎ— < স্বামি প্রসাদার্থম্। শব্দের আদিতে ব-ফলা লুপ্ত, স > শ (মাগধীর বৈশিষ্ট্য)। প্র > ঞ সমীভবন। থ > ধ (মাগধীর বৈশিষ্ট্য)। যুক্ত ব্যঞ্জননের পূর্বে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা। প্রভুর অনুগ্রহ লাভের জন্য।

মূল ৫

গুপ্তচর

জানুঅ, চিলাঅদি লাউস্তে।

জানুক

গৎ অবশলোবশগ্নগীআ খু লাআগো হোস্তি।

গুপ্তচর

জাগুঅ, স্ফুলন্তি মে অগগহস্তা ইমৎ গষ্ঠিস্চেদঅৎ বাবাদেদুং।

ধীবর

গালিহ্দি ভাবে অকালণ-মালকে ভোদুং

## অনুবাদ

গুপ্তচর	জানুক, রাজপুত্র দেরি করছেন।
জানুক	রাজার কাছে অবসর বুঝে যেতে হয়।
গুপ্তচর	জানুক, এই গাঁটকাটাকে মারার জন্য আমার হাত নিস্পিস করছে।
ধীবর	বিনা কারণে হত্যাকারী হওয়া (আপনার) উচিত নয়।

## শব্দার্থ ও টীকা

চিলাঅদি— < চিরায়তে। নামধাতু। লট্ প্রথম পুরুষের একবচন। বিলম্ব করছে।

লাউস্তে— < রাজপুত্রঃ। প্রথমার একবচনে 'এ'। রাজপুত্র।

অবশলোবশগ্নগীআ— < অবসর + উপসপণীয়াঃ। স > শ; র > ল; প > ব; প > ঞ; পদান্ত বিসর্গ লোপ। অবসর বুঝে কাছে যাওয়া।

হোস্তি— √ ভূ-ভব > হো (বিকল্পে) + স্তি (প্রথম পুরুষের বহুবচন)। হয়।

স্ফুলস্তি— < স্ফুরস্তি। শব্দের শুরুতে সাধারণত যুক্তবর্ণ হয় না। এখানে ব্যতিক্রম। র > ল (মাগধীর বৈশিষ্ট্য)। নিস্পিস করা।

মে— √ অস্মদ > অমহ্। তৃতীয়ার একবচন।

অগ্গহস্তা— < অগ্রহস্তঃ। গ্র > গ্গ—সমীভবন। করতলাদ্বয়। হাতদুটো। হস্তা—দ্বিবচন। প্রাকৃতে দ্বিবচন নেই। এটি বিরল প্রয়োগ।

ইমৎ— < ইদম্। এই। সর্বনাম।

বাবাদেদুৎ— ব্যাপাদয়িতুন্ম > বাপাদয়িতুং > বাবাদয়িতুং > বাবাদেদুৎ। শব্দের আদিতে য-ফলা লুপ্ত; প > ব, ত > দ ঘোষীভবন। অয় > এ-গিজস্ত ক্রিয়া। মারবার জন্য।

গালিহদি— গ + √ অর্হ—অরিহ (স্বরভক্তি) + তি > অরিহতি > অলিহদি। স্বরসন্ধি। র > ল। ত > দ ঘোষীভবন। উচিত নয়। লট্ বর্তমান কাল প্রথম পুরুষ একবচন।

অকালণ মালকে— < অকারণ মারকঃ। অকারণে মারা।

ভোদুৎ— < ভবিকুৎ। হওয়া উচিত।

## মূল ৬

জানুক  
এশে অম্হাণৎ ঈশলে পস্তে গেণ্ হিঅ লাঅশাশণৎ (ধীবরং প্রতি)  
তা শউলাণৎ মুহৎ পেশকশি অথবা গিদ্ধশিআলাণৎ বলী  
ভবিশশশি।

তত্ত্বাবধায়ক	সিগ্গং সিগ্গং গং এদং—
ধীবর	হা হদেমহি
তত্ত্বাবধায়ক	মুঞ্চেধ রে মুঞ্চেধ জালোপজীবিং, উববলো সে কিল অঙ্গুলীঅস্: আগমো, অম্হ সামিণা জেব মে কধিদং।
গুপ্তচর	যধা আগবেদি লাউস্বে। যমবশদিং গদুঅ পড়িণিউস্বে কখু এশে।
ধীবর	ভট্টকে তব কেলকে মম যীবিদে (এই বলে পাদে পতিত হইল)।

### অনুবাদ

জানুক	এই যে আমাদের প্রভু রাজাঙ্কা নিয়ে আসছেন। (ধীবরের প্রতি এখন এ কুকুরের মুখ দেখবে অথবা শেয়াল-শকুনের বলি হ'বে হবে।
তত্ত্বাবধায়ক	শিগ্গির, শিগ্গির একে—
ধীবর	হায়, আমি মারা গেলাম।
তত্ত্বাবধায়ক	ছেড়ে দাও রে ছেড়ে দাও এই জালোপজীবীকে (অর্থাৎ ধীবরকে) আংটি প্রাপ্তির বৃত্তান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আমার প্রভু আমাকে এরকমই বলেছেন।
গুপ্তচর	রাজপুত্র, যেমন আদেশ করেন। লোকটা যমালয় থেকে যে ফিরে এল।
ধীবর	প্রভু, আপনার জন্যই আমার জীবন পেলাম (এই বলে পাদে পড়ল)।

### শব্দার্থ ও টীকা

এশে— < এষঃ। ষ > শ (মাগধীর বৈশিষ্ট্য)। পদান্ত বিসর্গ 'এ' কারে পরিণত। এ ব্যক্তি।

অম্হাণং— অস্মাকম্ > অস্মাকং > অম্হাণং। ঙষ্ঠীর বহুবচন। আমাদের।

ঈশলেপস্বে— < ঈশ্বরঃ প্রাপ্তঃ। ঈশ্বরে পাওয়া অর্থাৎ প্রভু। শ্ব > শশ। র > ল। প্র > প  
র-ফলা লুপ্ত এবং যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব স্বরে পরিণত। প্ত >  
(সমীভবন)। পদান্ত বিসর্গ 'এ'-কারে পরিণত।

গেণ্হিঅ— √ গ্রহ-গৃহীত্বা। অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয় 'ত্বা' প্রাকৃতে 'ইঅ' হয়। গ্রহ  
করে। নিয়ে।

লাঅশাশণং— রাজশাসন অর্থাৎ রাজার হুকুম। রাজাঙ্কা।

শউলাণং— < শকুলানাং। আদি ব-ফলা লুপ্ত শ্ব > শ। স্বরমধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লুপ্ত কু > উ  
বহুবচন। কুকুরসমূহের।



মুহং— < মুখম্। খ > হ (স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি ‘হ’-তে পরিবর্তিত হয়।)  
মুখে।

গিদ্ধিশিআলাণং— < গৃধ্র শৃগালাণাম্। গৃ > গি, শৃ > শি-পদের আদিস্থিত ‘ঋ’ ‘ই’-তে  
পরিণত। ধ্র > দ্ধ র-ফলা লুপ্ত। স্বরমধ্যবর্তী স্পর্শব্যঞ্জন লুপ্ত গা > আ।  
শকুন-শেয়ালের।

বলী—উপহার।

ভবিশশি—√ ভূ-ভব + স্‌সি-লুট ভবিষ্যৎ কাল মধ্যম পুরুষের একবচন। মাগধী  
প্রাকৃতে কারণে ‘স’ > ‘শ’-এ পরিণত। হবে।

শিগ্ঘং— < শীঘ্রম্। আদি দীর্ঘস্বর হ্রস্ব স্বরে পরিণত শী > শি। র-ফলা লুপ্ত এবং  
সমীভবন ঘ্র > গ্ঘ। শিগগির। তাড়াতাড়ি।

হদেম্‌হি— < হতঃ+অস্মি। আমি হত হয়েছি। আমি মারা গিয়েছি।

পেশকশি— < প্রেক্ষসে। দেখবে।

মুঞ্চেধ— < মুঞ্চথ—√ মুচ্ > মুঞ্চ + থ-মধ্যম পুরুষের বহুবচন। মুক্ত কর। প্রাকৃতে ‘থ’  
‘ধ’ হয়।

জানোবজীবিণং— < জাল + উপজীবিকা। অর্থাৎ জেলে।

উববমো— < উপপন্নঃ। প > ব ঘোষীভবন। পদান্ত বিসর্গ ‘ও’-কারে পরিণত। প্রমাণিত,  
পরিজ্ঞাত।

অম্‌হ-সামিণা— < অস্মৎ স্বামিনা। আমার স্বামী। আমাদের স্বামী অস্মৎ—অন্ত্য ব্যঞ্জন  
লোপ ; অস্মৎ > অম্‌হ (বিপর্যাস ও উন্মবর্ণের মহাপ্রাণতা) ; স্বামিনা >  
সামিণা—আদি ব-ফলা লোপ।

জেব— < য়েব। এরূপ

কথিদং— < কথিতম্। বলেছেন।

আণবেদি— ২নং এ টীকা দ্রষ্টব্য।

যমবশদিং— < যমবসতিম্। যমের বাড়ি।

গদুঅ—√ গম্ > গদ্বা। যাইয়া। অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund)।

পডিগিউস্তে— < প্রতিনিবৃন্তঃ। আদিস্থিত যুক্তব্যঞ্জনের র-ফলা লুপ্ত। ত > ড,  
মূর্ধন্যীভবন। ব্ > উ, ‘ব’ লুপ্ত, ঋ > উ-তে পরিণত। প্রথমার একবচনে ‘এ’।  
ফিরে এসেছে। ফিরে এল।

কেলকে— < কার্যকঃ। কারণে। চেষ্টাতে।

যীবিদে— < জীবিতম্। জীবন পাওয়া।

## মূল ৭

তত্ত্বাবধায়ক	উট্ঠেহি উট্ঠেহি। এস ভট্টিণা অঙ্গুলীঅঅ-মুহ্লসম্মিদো পারিদোসিঅ পসাদীকিদো। গেণহ এদং।
ধীবর	অণুগগহিদে মহি।
জানুক	এশে কখু লঞা তথা গাম অণুগগহিদে যং শূলাদো ওদালিঅ হশ্তিশকঙ্কং শমালোবিদে।
গুপ্তচর	লাউত্তে। পালিদোশিএ কথেদি মহালিহ লদণেণ তেণ অঙ্গুলীঅএণ শামিণো বহ্মদেণ হোদবং তি।
তত্ত্বাবধায়ক	৭ং তস্মিৎ ভট্টিণো মহারিহ-রদণং ত ৭ পরিদোসো এত্তিকং উণ
উভয়ে	কিং গাম?
তত্ত্বাবধায়ক	তকেমি তস্স দংসণেণ কো বি হিঅট্ঠিদো জ্ঞণো ভট্টিণা সুমরিদো স্তি। জ্ঞদো তং পেঞ্চিঅ মুহুত্তঅং পইদি গত্তীয়ো বি পজ্জুসুঅমণো আসি।

## অনুবাদ

তত্ত্বাবধায়ক	ওঠো, ওঠো। প্রভু অনুগ্রহ করে আংটির সমান মূল্যের একটি পুরস্কার তোমাকে দিয়েছেন। এটি গ্রহণ করো।
ধীবর	আমি অনুগ্রহীত (ধন্য) হলাম।
জানুক	লোকটাকে রাজা এমনভাবে অনুগ্রহীত করলেন যেন শূল থেকে নামিয়ে তাকে হাতির পিঠে বসানো হলো।
গুপ্তচর	প্রভু, পারিতোষিক ব'লে দিচ্ছে, মহামূল্য রত্নখচিত সেই আংটি রাজার অত্যন্ত মনোনীত হয়েছে।
তত্ত্বাবধায়ক	সেটিতে (অর্থাৎ সেই আংটিটিতে) মহামূল্য রত্ন আছে বলেই প্রভুর পারিতোষ হয়েছে, তা নয়, এতে আরও আছে—
উভয়ে	কি রকম? (কি ব্যাপার?)
তত্ত্বাবধায়ক	আমার মনে হয়, এই আংটি দেখে প্রভু (রাজা) কোনো প্রিয়জনকে স্মরণ করেছেন। তখন সেই আংটি দেখে (রাজা) গত্তীর প্রকৃতির হ'লেও মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিলেন।

## শব্দার্থ ও টীকা

উট্ঠেহি—উৎ √ স্থা + হি-লোট। মধ্যম পুরুষের একবচন। 'স্থা' ধাতু 'ট্ঠ'-এ পরিবর্তিত।  
উঠ।

ভট্টিণা— < ভর্তৃকঃ। তৃতীয়ার একবচন। প্রভু কর্তৃক।

অঙ্গুলীঅঅ মুদ্রাসম্মিদো— < অঙ্গুরীয়ক মূল্যসম্মতঃ। আংটির মূল্যের সমমূল্য।

পারিদোসিঅ— < পারিতোষিক। ত > দ; ষ > স। অন্ত্যব্যঞ্জন ‘ক’-এর লোপ।  
পারিতোষিক। উপহার।

পসাদীকিদো— < প্রসাদীকৃতঃ। প্র > প র-ফলা লোপ। ক্ > ক্-র কারের ই-কারে  
রূপান্তর। ত > দ। পদান্ত বিসর্গ ‘ও’-কারে পরিণত। অনুগ্রহপূর্বক। দয়া  
করে।

অনুগগহিদেমহি— < অনুগৃহীতঃ + অশ্মি। আমি অনুগৃহীত হলাম।

শূলাদো—শূল হতে। ঐমীর একবচন।

ওদালিঅ— < অবতারণ। অব > ও। স্বরভক্তি ‘ই’। র > ল। অবতরণ করিয়ে।

হস্তিস্কন্ধং—‘স্ত’ ‘স্ক’ এই দুটো যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সমীভবন হয় নি। মাগধী প্রাকৃতে  
এরূপ হয়। হাতির পিঠে।

শমালোবিদে— √ সম্ + আ-√ রূহ্ + গিচ্ > সমারোপিতঃ। স > শ। র > ল। প > ব-  
ঘোষীভবন। পদান্ত বিসর্গ এ-কারে। ত > দ ঘোষীভবন। প্রতিষ্ঠিত।

পালিদোশিত্র— < পারিতোষিকঃ। পারিতোষিক।

কধেদি— কথয় > কথেহি > কথেদি। লট বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের একবচন। বলে  
দেয়া।

মহালিহ— < মহার্হ। মহামূল্য। মহা + অর্হ র > ল। (অরিহ = স্বরভক্তি)।

লদণেণ— < রত্নেন। ওয়ার একবচন। রত্ন > লদণ (স্বরভক্তি)।

বহুমদেণ— < বহুমতা। আদর অর্থে আংটির বিশেষণ।

হোদব্বৎ— √ ভূ-বিকল্পে হ্ > হো + তব্য (কৎ প্রত্যয়)। হয়েছে।

উণ— < পুনঃ। আরো।

তস্মিং— < তদ্ + স্মিং—সপ্তমীর একবচন। সেটিতে। ক্লীবলিঙ্গ।

(তুস্মিং) শৌ.

ভট্টিণো— < ভর্তৃ + ণো—ষষ্ঠীর একবচন। প্রভুর।

মহারিহ— < মহার্হ। মহা + অর্হ (অরিহ = স্বরভক্তি) > মহা + অরিহ > মহারিহ  
(সন্ধি)। মহামূল্য।

পরিদোসো— < পরিতোষঃ। পরিতোষ, সন্তুষ্টি। ত > দ (ঘোষীভবন), ষ > স। পদান্ত  
বিসর্গ ও-কারে পরিণত।

এস্তিকং— < অত্রকঃ। এতে। অথবা এতাবৎ > এস্তিকং।

তন্ধেমি— < তর্কয়ামি। স্পর্শবর্ণের সঙ্গে যুক্ত র-এর সমীভবন। তর্ক > তন্ধ; অয়া > এ  
= তন্ধে + মি উত্তম পুরুষের একবচন। আমার মনে হয়।

তস্—সৎ তদ্ > ত + স্—ষষ্ঠীর একবচন। এটার।

দংসণেণ—দর্শন > দংসণ + এন—তৃতীয়ার একবচন। দেখে।

কো বি—কোনো।

হিঅঅটঠিদো— < হৃদয়স্থিত। প্রিয়জন।

হৃদয় > হিঅঅ। স্থিত > টঠিদো।

জ্ঞণো— < জনঃ। জন।

সুমরিদো— √ স্মৃ + জ্ঞ > স্মরিতঃ > সুমরিদো। স্বরভক্তি 'উ'; ত > দ (ঘোষীভবন),  
অ-কারের পরবর্তী বিসর্গ 'ও' হয়েছে।

জদো— < যদ্ (জ)। তখন। পঞ্চমীর একবচন। পুংলিঙ্গ।

পেক্ষিঅ—প্র-√ ঈক্ষ + ল্যপ্ > প্রেক্ষ্য > পেক্ষিঅ। শব্দের আদিতো র-ফলা লোপ। ক্ষ  
> ক্খ। স্বরভক্তি 'ই'। দেখে।

মুহুন্তঅং— < মুহূর্তকম্। মুহূর্তের মধ্যে।

পইদি— < প্রকৃতি। স্বভাব।

গন্তীরো— < গন্তীরঃ। গন্তীর।

পঙ্জুসুঅমণো— < পর্যুৎসুকমনাঃ। অন্যমনা। সমাসে ত + স > স্-এ পরিবর্তিত।

র্যু > জ্জু। ক > অ। পদান্তে আ-কারান্ত বিসর্গ ও-কারে পরিণত।

আসি— < আসীৎ। অজ্জতনী, প্রথম পুরুষ একবচন। ছিলেন।

## মূল ৮

চর তোশিদে দাগীং ভট্টা লাউস্তেণ।

জানুক ৭৭ ভগামি ইমশ্শ মশ্চলী শত্বুগো কিদেত্তি (ধীবরম্ অসুয়য়া  
পশ্যতি)।

ধীবর ভট্টকা, ইদো অন্ধং তুম্হাণং পি শূলা-মুদ্বং ভোদু।

জানুক ধীবল! মহন্তলে শম্পদং মে পিঅবশ্শকে শংবুস্তেশি কাদম্বলী  
শন্ধিকে ক্খু পচমং অম্হাণং শোহিদে ইচ্ছিঅদি তা শুণ্ঠিকাগালং  
যেব গশ্চম্হ।

## অনুবাদ

চর এখন তাহলে রাজা প্রভু কর্তৃক তুষ্ট হয়েছেন।

জানুক না না আমি বলছি এই মাছের শত্রুর (অর্থাৎ জেলের) কারণেই  
(সন্তুষ্ট হয়েছেন)। (ধীবরের প্রতি ঈর্ষামিশ্রিত দৃষ্টিপাত)।

ধীবর মহাশয়গণ, এর অর্ধেক আপনাদের সুরার মূল্য হোক।

জানুক ধীবর। এখন তুমি আমাদের পরম প্রিয় বন্ধু হ'লে। আমার ইচ্ছা  
আমাদের এই প্রথম বন্ধুত্ব সুরা সাক্ষী করেই হোক। চল যাই মদের  
দোকানে (শুঁড়ির আলয়ে)।

### শব্দার্থ ও টীকা

তোষিদেশ— < তোষিতঃ। ষ > শ (মাগধীর বৈশিষ্ট্য) পদান্তে অ-কারান্ত বিসর্গ 'এ'-কারে পরিণত। তুষ্ট হয়েছেন।

দানীং— < ইদানীং। এখন।

লাউশ্বেণ—রাজপুত্র + এন—তৃতীয়ায় একবচন। রাজপুত্র কর্তৃক অথবা দ্বারা।

ভণামি—ভণতি > ভণই > ভণ + আমি—বর্তমান কাল উত্তম পুরুষের একবচন। আমি বলছি।

ইমশশ—ইম + শশ—চতুর্থী বিভক্তির একবচন। মাগধী প্রাকৃতের কারণে 'শ' হয়েছে। এইটি। পুংলিঙ্গ।

মশ্চলী—মৎস্য + অরি > মশ্চলী। মাছের শত্রু।

শত্ৰুণো কিদে— < শত্রুকৃতঃ। তৃতীয়ার একবচন। শত্রুর দ্বারা।

ইদো— < ইতঃ। এর।

অঙ্কং— < অর্ধম্। অর্ধেক।

তুমহাণৎ—যুস্মদ > তুমহ + আণৎ > তুমহাণৎ। ষষ্ঠীর বহুবচন। আপনাদের।

পি— < অপি। অব্যয়। ও।

শূলা-মুদ্রং— < সুরামূল্য। সুরার দাম।

ভোদু—√ ভূ > ভো + দু—লোট, বর্তমান অনুজ্ঞা। প্রথম পুরুষের একবচন। হোক।

মহন্তলে— < মহন্তরঃ। অধিকতর। পরম।

শম্পদৎ— < সম্প্রতম্। অধুনা। এখন।

পিঅ বঅশশকে— < প্রিয়বয়স্যকঃ। প্রিয় বন্ধু।

মে—√ অস্মদ > অমহ। চতুর্থীর একবচনে 'মে'। আমাদের।

শৎবুস্তেশি— < সৎবুস্তোহসি। হইলে।

কাদম্বলী— < কাদম্বরী। মদ।

শঙ্কিকে— < শৃঙ্খিকং। আনন্দ-ভোজ। এখানে 'সাক্ষী' অর্থে। Wine as offering.

পটমং— < প্রথমং। প্র > প—র-ফলা লোপ। থ > ট—ঘোষীভবন ও মূর্ধন্যীভবন। প্রথম।

শোহিদে— < সৌহদম্। ও > ও, ঞ > 'শ, ঞ' > ই, কর্তৃকারকের একবচনে 'এ'। বন্ধুত্ব।

ইশ্চিঅদি— < ইচ্ছ্যতে। চ্ছ > শ্চ (মাগধীর বৈশিষ্ট্য) ; স্বরভক্তি 'ই'। ত > দ (ঘোষীভবন)। আত্মনেপদীর স্থানে পরস্মৈপদী বিভক্তি তে > দি। ইচ্ছা।

শুণ্ডিকাগালং— < শৌণ্ডিকাগারম্। শূড়ির বাড়ি। মদের দোকান।

গশ্চম্হ— গম্ > গচ্ছ > গশ্চ (মাগধীর বৈশিষ্ট্য) + ম্হ লোট, উত্তম পুরুষের বহুবচন। চল যাই।

## গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য*, অভয়তিথ্য প্রকাশনী, সাধন কুটার, শীলকূপ, চট্টগ্রাম, ১ম সং মার্চ ১৯৭০।
২. ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সংকলন*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও পি.আর. বড়ুয়া (অনুবাদক), *প্রাকৃত প্রবেশিকা (Introduction to Prakrit by Alfred C. Wodner (3rd ed.), বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৬৮।*
৪. ড. মুরারি মোহন সেন, *ভাষার ইতিহাস (প্রথম পর্ব)*, এস. ব্যানার্জি এন্ড কোং, কলিকাতা, পরিবর্তিত ৩য় সং, এপ্রিল ১৯৭১।
৫. শ্রীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ ও বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বি.এ. বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত ব্যাকরণ-কৌমুদী (প্রথম-চতুর্থ ভাগ)*, স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ঢাকা, সংশোধিত সং, ১৯৬৭।
৬. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, অষ্টম সংস্করণ ১৯৭৪।